Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/352

অরবিন্দ দর্শনের উপাদান

8

LIBRARY
No. 3/111
BANARAS

শ্রীভবানী শঙ্কর চৌধুরী
ও
শ্রীমতী নীলিমা চৌধুরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দ দর্শনের উপাদান

3/111

শ্রীভবানী শঙ্কর চৌধুরী
ও
শ্রীমতী নীলিমা চৌধুরী

পরিবেশক :
বা-মা-পুস্তকালয়
কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—প্রকাশক—
শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ মজুমদার
ভারতবাণী প্রকাশনী
৫৪।৪বি, হাজরা রোড,
কলিকাতা।

মূল্য ১।০

মুদ্রাকর :—শ্রীসুনীল কুমার সাহা
এম. এ., বি. এল।
নিউ ইম্পিরিয়াল প্রেস
হাওড়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

ভূমিকা

অরবিন্দ দর্শনের কাঠামো :

সত্য কি? ১

আবির্ভাব ও তিরোভাব ৩

যোগের স্থান ৫

অতিমানব সমাজ ৬

সৃষ্টিতত্ত্ব ৭

মহাশক্তি ৭

সৃষ্টির কারণ ও আনন্দ ৮

নীতিজ্ঞান ও বিশ্বপ্রবাহ ৯

অতিমন বা ঋতচিৎ ১০

শ্রীঅরবিন্দ ও দর্শন ১১

পাশ্চাত্য দর্শন ১৫

পাশ্চাত্য থিওরি অব ইভলিউসান ও শ্রীঅরবিন্দ ১৮

ভারতীয় দর্শন ২৬

গীতাবিষয়ক প্রবন্ধ মালা ২৭

সূক্ষ্মশরীর ও পুনর্জন্মবাদ ৩৫

শ্রীঅরবিন্দ ও মায়াবাদ ৩৭

ইভলিউসন্ ও ইন্‌ভলিউশান্ ৪২

বস্তু ও শক্তি ৪৩

অতিমানব বা Superman ৪৫

অতিমন বা ঋতচিৎ ৪৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Presented with best regards
to Mr. P. D. Sarkar, M. Sc.

B. S. Chary
18/9/53

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED 3/111

ভূমিকা

শ্রীঅরবিন্দ (বিপ্লবী ও যোগী)

শ্রীঅরবিন্দের অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ইদানীং তাঁহার দর্শন সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য ইহা খুবই স্বাভাবিক। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা লোকে বোঝে না। দার্শনিক অরবিন্দ তাই বাঙালী চিত্তে এতদিন ততটা স্থান করিতে পারেন নাই, যতটা পারিয়াছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। কিন্তু রাজনৈতিক বিপ্লব অরবিন্দের জীবনে একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র। সকল রকম সংস্কারের মধ্য দিয়াই জীবন গড়িয়া ওঠে। শৈশবে যেমন খেলনার প্রয়োজন হয়, যৌবনে তেমনই প্রয়োজন হয় সমাজ সেবার, কোন উদারহৃদয় যৌবনে সমাজ-সেবার স্বপ্ন না দেখিয়া বা এতদুদ্দেশ্যে কিছু কিছু কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। স্বীয় জীবনব্রত খুঁজিয়া পাইবার পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দও তাই রাজনীতিতে নামিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, রাজনীতি তাঁহার কর্ম্ম ছিল না। আর রাজনীতিতেও তিনি ব্রাহ্মণের কর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বদেশী শিক্ষা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা। বৃথাই বোমার মামলায় তাঁহার নাম জড়িত হইয়াছিল। বারীন বোমা দ্বারাই দেশ স্বাধীন হইবে মনে করিলেও অরবিন্দ ছোট ভাইদের প্রতি সহানুভূতি সত্ত্বেও উচ্চতর আদর্শে অবিচল ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী একদিন বলিয়াছিলেন যে রাজনীতি তাঁহার জীবনে একটা দৈব ঘটনা মাত্র, তিনি আসলে ধর্ম্মসংস্কারক। যখন তিনি দেখিলেন যে খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না তখন দেশবাসীর পেট ভরাইবার প্রয়োজনেই রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন। শ্রীঅরবিন্দও সেই একই উদ্দেশ্যে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকিবেন। গান্ধিজীর মত এক্ষেত্রেও তাঁহার অবদানের পরিমাণ যতই বিরাট হোক না কেন এটা তাঁহার স্বধর্ম্ম ছিল না। তাই এই পরধর্ম্মের হাত হইতে ভাগ্যচক্র তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিল। অরবিন্দ রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিচেরীর নির্জ্জনবাসে যোগ-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দ দার্শনিক অরবিন্দে রূপান্তরিত হইলেন। বিপ্লবী বাংলা মনে করিল অরবিন্দ হারাইয়া গেলেন।

যে মাছটা উঠিল না সেটা না জানি কত বড়। যে অরবিন্দ ফুটিল না তাহার সম্বন্ধেও কল্পনার অন্ত নাই। কিন্তু পূর্ণপ্রস্ফুটিত অরবিন্দ—পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ—দার্শনিক, যোগী, সাধক অরবিন্দ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে এতদিন বিরাজিত ছিলেন বলিয়া দেশের চিত্ত যেন তাহাতে কতকপরিমাণে বিমুখ হইয়াছিল। তাই পণ্ডিচেরীর আশ্রমের প্রতি খানিকটা সপত্নীসুলভ কটাক্ষ করিয়া বাংলাদেশ মনে করিয়াছে সে অরবিন্দের সমাদর করিল।

আজ মৃত্যুর ব্যবধানে দূরত্বের মহিমা সেই দার্শনিক ও দর্শনের উপর পড়িয়াছে। অতি-পরিচিত একটি স্থান অপরিচিত আলোয় সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছে, দেখি তো ওখানে কি আছে? কেন ওদিকে তাকাইনি এতদিন? তাই অরবিন্দের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হইলে উৎসাহী শ্রোতায় হল্ ভরিয়া যায়। দীর্ঘতম বক্তৃতাও আর শ্রোতৃবর্গের বিরক্তি উৎপাদন করে না। এ সত্য সেবার অরবিন্দ দিবসে বক্তৃতা করিতে গিয়া বুঝিতে পারিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হইল যে সাধারণের এই উৎসাহ নিষ্ফল হইতে দেওয়া উচিত হইবে না। জনগণ উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে; অরবিন্দের অন্তরের মধু এই সময় যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারা না পায় তবে তাহারা ইহার প্রতি চিরতরে বিমুখ হইয়া থাকিবে। সুতরাং এই শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীঅরবিন্দের মহা অবদান তাঁহার জীবনদর্শনটি সাধারণের বোধগম্যভাবে অবিলম্বে প্রকাশ করা প্রয়োজন। পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই—সমালোচনা লোকে চায় না, তাহারা শুধু জানিতে চায় সরল সহজ ভাষায় অরবিন্দের বক্তব্যটি। কি তিনি চাহিয়াছেন, কি তিনি পাইয়াছেন, কি তিনি হইয়াছেন? অযুত কণ্ঠে নিঃসৃত এই প্রশ্ন কয়টির যে উত্তর শ্রীঅরবিন্দের লেখাগুলি হইতে আমরা লাভ করিয়াছি অতি অনাড়ম্বরভাবে এবং অনলঙ্কৃত ভাষায় তাহা ব্যক্ত করাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য আংশিকভাবে সফল হইলেও শ্রম ও জীবন উভয়ই সার্থক মনে করিব।

ইতি—

বিনীত
গ্রন্থকার ও গ্রন্থকর্ত্রী
৫৪।৪বি, হাজরা রোড,
কলিকাতা-১৯
২২শে আষাঢ়, ১৩৬০।

3|111

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
LIBRARY
No. ৯/।।।

অরবিন্দ দর্শনের উপাদান

---o---

অরবিন্দ দর্শনের কাঠামো

দর্শন কথাটায় জগৎদর্শনই বোঝায়। শুধু বাহ্যদর্শন নহে। তাহার ভিতরের সত্যদর্শনও বটে। দার্শনিক তাই প্রথম প্রশ্ন করেন জগতের সত্য কি? তারপর এই প্রশ্নের আনুষঙ্গিক হিসাবে আর দুইটি প্রশ্ন আসে—"সৃষ্টি কেন?" এবং "কি করিয়া?" এই তিন প্রশ্নের উত্তরই দর্শনশাস্ত্র। শ্রীঅরবিন্দ এই তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন।

সত্য কি?

'বস্তু' ও 'আত্মা' এই দুইএর সংমিশ্রণে জগৎ। প্রাচীনতম কাল হইতে দার্শনিক চিন্তাধারা ইহাদের যে কোন একটিকে সত্য এবং অপরটিকে অলীক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। দর্শনশাস্ত্রগুলি তাই বস্তুতান্ত্রিক ও অধ্যাত্মবাদী এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং আজ পর্য্যন্ত ইহাদের বাদানুবাদের শেষ হয় নাই। চার্বাক ও শঙ্করের লড়াই আজও চলিতেছে। একপক্ষ বলিতেছেন "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ," ভস্মীভূত তস্য দেহস্য "পুনরাগমনং কুতঃ"—অপরপক্ষ বলিতেছেন "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা," "স্মরনিত্যমনিত্যতাম্।" এই বাদানুবাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, 'বস্তু' ও 'আত্মা' দুই-ই সত্য। কাহাকেও ত্যাগ করিও না। সত্যের দুই মুখ, একটি—'বস্তু,' একটি 'আত্মা'। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বস্তুকেও ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, অন্নম্ ব্রহ্মেতিব্যজানৎ। দেহাভ্যন্তরস্থ অবিনাশী আত্মা যেমন সত্য—যে বস্তুতে এই দেহ নির্ম্মিত হয় তাহাও তেমনই সত্য। ইহাদের একটিকে গ্রহণ ও অপরটিকে বর্জ্জন করিলে জাহাজের এক দিক খালি করিয়া আর একদিক ভারি করার মতই হইবে। ফলে সত্যের ভরাডুবি হইবারই সম্ভাবনা।

প্রত্যক্ষ (ইন্দ্রিয়জ) জ্ঞান ছাড়া জ্ঞান হইতে পারে না; যুক্তি প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করিয়া গেলে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাইয়া ফেলে—বস্তুবাদীর এই ধারণা অত্যন্ত অসঙ্গত। বিশ্বসংসারে ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্যস্থানই অধিক। যেখানে ইন্দ্রিয়ের যাতায়াত সম্ভব সেখানেও মনের, এমন কি আত্মার সাহায্য প্রয়োজন। জ্ঞান মাত্রই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর মানসিক পুনর্গঠন। মনের বাহিরেও জ্ঞান হইতে পারে। ইহাকে অরবিন্দ "সামগ্রিক জ্ঞান" (integral knowledge) নাম দিয়াছেন। আত্মা মনের সাহায্য ব্যতিরেকে বিনা বিচারে যে জ্ঞান লাভ করে তাহাই সামগ্রিক জ্ঞান। সুতরাং বস্তুবাদ টিকিতেছে না।

সত্যলাভের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের মতে বস্তুবাদের চেয়ে অধ্যাত্মবাদ আরও ভয়ানক বাধা। ইহার ডাকে কত মহাপ্রাণ যুগে যুগে অরণ্য-চারী হইয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে (ইঁহারা) খানিকটা অরণ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

রোদনই করিয়াছেন। অবশ্য আধ্যাত্মিকতা মানব সমাজের যে বিরাট উন্নতি ও উপকার সাধন করিয়াছে শ্রীঅরবিন্দ তাহা অস্বীকার করেন না। বেদান্তবাদী ভারতবর্ষে বস্তুর এই অস্বীকৃতিকে শ্রীঅরবিন্দ "সন্ন্যাসীর অস্বীকৃতি" নাম দিয়াছেন।

আবির্ভাব ও তিরোভাব

(Evolution & Involution)

শ্রীঅরবিন্দের মতে অধ্যাত্মবাদ একদেশদর্শী। ইহা আত্মার ক্রমিক উন্নতির দিকটাই গ্রহণ করিয়াছে, অবতরণের দিকটা করে নাই। কিন্তু 'অবরোহণ' ভিন্ন 'আরোহণ' অসম্ভব। পরমাত্মা

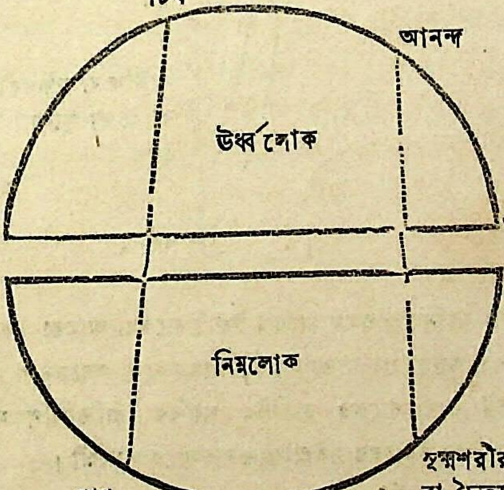

জগতে অবরোহণ না করিলে (নামিয়া না আসিলে) জগৎ পরমাত্মায় আরোহণ করিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দ জগৎবস্তুকে আটভাগে ভাগ করিয়াছেন। ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নদিকে গেলে উহাদের ক্রম এইরূপ—সৎ, চিৎ, আনন্দ, অতিমন, মন, চৈত্যপুরুষ, প্রাণ, বস্তু। ইহারা আবার দুইভাগে বিভক্ত হইয়া জানা অজানার দুই গোলার্দ্ধ সৃষ্টি করিয়াছে। শেষের চারিটি পৃথিবীর—

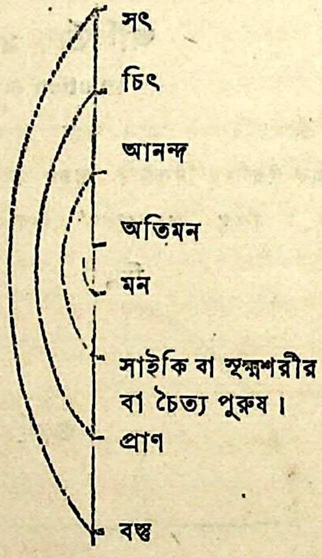

আমরা ইহাদের জানি। প্রথম চারিটি ঊর্ধ্বলোকের, আমরা ইহাদের খুঁজি। অর্দ্ধবস্তু-অর্দ্ধআত্মা সত্য এই কয়েকরূপে আছেন। নিম্নলোকের চারিটি ঊর্ধ্বলোকের চারিটির পার্থিব প্রতিলিপি মাত্র। বৃত্তাকারে সাজাইলে ইহাদের দুইপ্রান্ত ক্রমানুসারে সমধর্ম্মী।

সুতরাং সৎ ও বস্তু, চিৎ ও প্রাণ, আনন্দ ও চৈত্যপুরুষ, অতিমন ও মন সমধর্ম্মী। ঊর্ধ্বে যা সৎ নিম্নে তা বস্তু ; ঊর্ধ্বে যা চিৎ নিম্নে তা প্রাণ ; ঊর্ধ্বে যা আনন্দ নিম্নে তা চৈত্যপুরুষ ; আর ঊর্ধ্বে যা অতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন নিম্নে তা মন। সচ্চিদানন্দরূপী ব্রহ্ম ক্রমে অবতীর্ণ হইয়া অতিমন, মন, চৈত্যপুরুষ, প্রাণ ও বস্তুতে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছেন। বস্তু তাই প্রাণ হইতে চায়, প্রাণ চায় আত্মা হইতে, স্থূক্ষ্মশরীর মন হইতে, মন মহামন হইতে। এষঃ ক্রমঃ।

নিম্নলোক ও উর্ধ্বলোকের মধ্যে একটি স্বচ্ছ পর্দ্দা আছে। বস্তু ইভলিউসান বা আবির্ভাবের নিয়মানুসারে মন পর্য্যন্ত উঠিয়া আর উঠিতে পারে না। ঐখানে অবস্থানকালে অতিমন দুইলোকের ব্যবধানটুকু বিদীর্ণ করিয়া মনে অবতরণ করেন। ইভলিউসানের ইহাই শেষ পরিণতি। নিম্ন ও উর্ধ্বলোকের এই ব্যবধান দূর হইলে পার্থিব জীবন স্বর্গীয় হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুপ্রাণ স্থূক্ষ্মশরীরযুক্ত মানুষ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ হইয়া এই দেহেই দেবত্ব লাভ করে। ইহাই "পার্থিব অমরতা।"

অরবিন্দ দর্শনে এই পার্থিব অমরতা একটা নূতন জিনিষ। দেহাবসানে স্বর্গবাস নয়, সশরীরে স্বর্গবাস, আর নক্ষত্রলোকের কোনও স্বর্গে প্রয়াণ নয়, পৃথিবীরই স্বর্গে পরিণতি।

যোগের স্থান

বস্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে প্রাণ, স্থূক্ষ্মশরীর ও মন পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছে। এবার প্রকৃতি নীরব। মন অর্থাৎ, মানুষকে চেষ্টা করিয়া এবার পরবর্ত্তী স্তর—অতিমনে উঠিতে হইবে। মনের অবশ্য এই উঠিবার শক্তি নাই। সচ্চিদানন্দ কৃপায় অবতরণ করিলেই মনের অতিমনে উত্থান সম্ভব। তবে এজন্য মনের প্রস্তুতি দরকার। শুদ্ধমন ভিন্ন সচ্চিদানন্দ অবতরণ করেন না। মনের তাই শুদ্ধি প্রয়োজন। এই শুদ্ধির উপায় যোগ। অরবিন্দ তাই যোগী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিচেরীতে তাঁহার যোগাশ্রম। যোগ প্রভাবে মন শুদ্ধ হইলে মহাশক্তির কৃপায় সচ্চিদানন্দ সাক্ষাৎকার হয়। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন করিয়া মাতৃরূপা মহাশক্তির হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিলে মহাশক্তি (The Mother) জীবে ও শিবে এই মিলন ঘটাইয়া দেন।

অতিমানব সমাজ

শ্রীঅরবিন্দের মতে অতিমনের অবতরণ ও অতিমানবের আবির্ভাব একরকম অবধারিত। ইভলিউসানের নিয়মে ইহা প্রয়োজন। বিজ্ঞান বলে মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী হইয়াছে। এই শক্তি তাহার হাতে দানবীয় বা আসুরিক ও ধ্বংসকারী মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিতেছে। তাহার দেহের শক্তির তুলনায় মনের শক্তি বাড়ে নাই। আর মন যে বস্তু তাহাতে ইহার আর বাড়া সম্ভবও নয়। মনকে এখন অতিমনে রূপান্তরিত হইতে হইবে। ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিলে ব্রাহ্মণ হইতে হয়। ব্রাহ্মণেতরের হস্তে ইহা প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসেরই কারণ হইয়া থাকে। আজ বিজ্ঞান মানুষের হস্তে ব্রহ্মাস্ত্র তুলিয়া দিয়াছে। যোগ মানুষকে ব্রাহ্মণ করিলেই রক্ষা।

ইহার পূর্ব্বেও বহু ব্যক্তি অতিমানবতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা নিতান্তই ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপার। অতিমানবের সমাজ হয় নাই। আর সে সমাজের প্রয়োজনও বোধ হয় তখন ছিল না। মনুষ্য সমাজ সমাজহিসাবে বর্ত্তমানের মত কখনও এত শক্তি লাভ করে নাই। সুতরাং প্রয়োজনের তাগিদেই এখন অতিমানব সমাজ হইতে বাধ্য। রোগশোক মুক্ত হইয়া, মৃত্যুকে জয় করিয়া, সচ্চিদানন্দের সহিত যোগে যুক্ত হইয়া অতিমানব সমাজ পৃথিবীর বুকে অবস্থান করিবে। ইহাই অরবিন্দের আশা ও বিশ্বাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টিতত্ত্ব

অরবিন্দের মতে সত্য এক, ইহা ত্রিগুণাত্মক সৎ-চিৎ-আনন্দ। ব্রহ্ম সৎ অস্তিমাত্র। কিন্তু গতিশক্তি, পরিবর্ত্তন ইহাও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং 'অস্তি'র সাথে 'ভবতি'ও স্বীকার করিতে হয়। নির্বিশেষ (Absolute) বা ব্রহ্ম 'অস্তি' ও 'ভবতি' 'এক' ও 'বহুর' ঊর্ধ্বে। এই উভয়ই তাঁহাতে বর্ত্তমান। শ্রীঅরবিন্দ সত্বাকে নটরাজের নৃত্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন। জগৎপ্রবাহ শিবের উল্লাসনৃত্য। ইহাতে মহাদেবের একই শরীর দর্শকের চোখে বহু বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু (শিবের) সেই শুভ্র দেহ স্বস্থানে যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য নৃত্যের আনন্দ উপভোগ। কিন্তু গতি-স্থিতি, একত্ব বহুত্বের ঊর্ধ্বে অবস্থিত ব্রহ্মের কল্পনা মানুষের সাধ্যাতীত। মানুষ তাই শিবের পাশে কালীর কল্পনা করিয়াছে। মহাকালী দেশকালরূপী মহাসমুদ্রে অন্তহীন এই নৃত্যের ছন্দ। ইহার সহিত দেশকালাতীত অস্তিমাত্র 'সৎ' এর সম্পর্ক নির্ণয়ই আমাদের একমাত্র প্রধান সমস্যা।

মহাশক্তি (The Mother)

ব্রহ্মের এই শক্তি চিদ্রূপা কি জড়রূপী? সাংখ্য বা পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিকদের মতে ইহা জড়রূপী। কিন্তু শক্তিকে জড় ধরিয়া লইলে বিশেষ কতকগুলি অসুবিধায় পড়িতে হয়। ওগুলি কাটাইয়া ওঠা অসম্ভব। সুতরাং শক্তিকে চিদরূপাই ধরিতে হইবে। তবে শক্তির এই চৈতন্য জাগ্রত চৈতন্য নয়। চৈতন্যমাত্রই জাগ্রত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। উহা আমাদের একটি ভুল ধারণা মাত্র। আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈতন্যের বেশির ভাগ এবং প্রধান ও শক্তিমান অংশই সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন (Subliminal). তাহা ছাড়া আবার অতিচৈতন্যও আছে। সুতরাং এই মহাশক্তি চিদ্‌রূপা। তবে এই মহাশক্তি শেষ সত্য নয়। কারণ 'সৎ' 'শক্তি' হইলে তাহার গতি আসে। কিন্তু Absoluteএর গতি থাকিতে পারে না। সুতরাং শক্তিকে 'সৎ' এর গুণ বলিতে হইবে। এই শক্তি স্থির বা চঞ্চল হইতে পারে। স্থির ব্রহ্ম, চঞ্চল 'শক্তি'। শক্তি ব্রহ্মেরই গুণ বা ব্রহ্মেরই শক্তি। এই শক্তি জগৎ-প্রবাহের মূল কারণ। শ্রীঅরবিন্দ ইহাকেই 'The Mother' বলিয়াছেন। নিম্নলোকে এই শক্তি স্বপ্রকাশ নহেন। ইহা যোগমায়া সমাবৃতা। বিশ্বের সকল কর্ম্মের পিছনেই ঈশ্বরের শক্তি রহিয়াছে। কিন্তু তাহা জীবের অহঙ্কারের ভিতর দিয়া কাজ করে। গীতায় তাই শ্রীভগবান বলিতেছেন, নাহম্‌ প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।

এই মহাশক্তির তিন রূপ—বিশ্বাতিগা, বিশ্বাত্মিকা, ও দেবীরূপা। বিশ্বাতিগা—ইনিই আদি মহাশক্তি, ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে সম্পর্ক-বিধায়িনী। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের যোগসূত্র। বিশ্বাত্মিকা ইনিই বিশ্বসৃষ্টি, ধারণ ও পালন করেন। দেবীরূপা—ইনি প্রথম দুইশক্তির দেহরূপী। ঐ দুইপ্রকার শক্তি এবং ব্রহ্ম ও জীবাত্মার সংযোগ বিধায়িনী এই শক্তিই সব। চণ্ডীতে মহাশক্তির যে বর্ণনা আছে ইনি তৎসমস্তই। উপরন্তু দেবী মহাশক্তি আবার চারিমূর্ত্তি—মাহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। ইঁহারাও চণ্ডী-উক্ত দেবতাই।

সৃষ্টির কারণ—আনন্দ

জগৎসৃষ্টির একমাত্র কারণ বা উদ্দেশ্য হইল আনন্দ। ইহাও শাস্ত্রীয় কথা। "এ কোঽস্মি বহুস্যামঃ"—লীলার জন্য। অরবিন্দ শিবতাণ্ডবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত সৃষ্টির তুলনা করিয়াছেন। জগৎসত্তা শিবের উল্লাস নৃত্য।... ইহার একমাত্র কারণ নৃত্যের আনন্দ। ব্রহ্ম কেবল সৎ বা চিৎ নহেন, তিনি আনন্দও বটেন। এই আনন্দ কেবল আত্মসমাহিত রতিতেই নহে, ইহা কোটি কোটি বিশ্বসৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দিতেও ভালবাসে। ব্রহ্মের এই আনন্দ সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। সসীম, আপেক্ষিক বস্তু সমূহও বাদ পড়িতেছে না। এই আনন্দের আঘাতে উহারা যেন কিছু পরিমাণে আপন আপন সীমা ও আপেক্ষিকতা ছাড়াইয়া উঠিতেছে। জীবসমূহ আনন্দময়, বিশ্বপ্রবাহ আনন্দপ্রবাহ। যেন "কোথাও দুঃখ, কোথাও দৈন্য, কোথাও কিচ্ছু নাই।" কিন্তু দুঃখ দৈন্য যে আছে তাহাতো অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বব্যাপী আনন্দ কি তবে মিথ্যা ?

নীতিজ্ঞান ও বিশ্বপ্রবাহ

মিথ্যা হইবে কেন ? বিশ্বে যে দুঃখ দৈন্য অনাচার আছে তাহার মূলে রহিয়াছে মানুষের নৈতিক বুদ্ধি। আমরা নৈতিক বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়াই ইহার জন্য পীড়িত বোধ করি। অন্যান্য আধুনিক পণ্ডিতদের মত শ্রীঅরবিন্দ তাই বলিতে চাহেন যে বিশ্বে নীতিশাস্ত্র অচল। উহা প্রকৃতির বা ভগবানের নহে। নীতিবোধ সেইজন্য দেশে দেশে কালে কালে ভিন্ন হইতে বাধ্য। যেমন এক সময়ে দাতাকর্ণের অথিতিকে পুত্রের মাংস খাওয়ান, হরিশ্চন্দ্রের পত্নী পুত্র ও আত্মবিক্রয় নৈতিক দিক দিয়া প্রশংসনীয় ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা আইনের চক্ষে অপরাধ। হিন্দুদের মধ্যে খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো, মামাতো, পিস্তুতো, ভাইবোনের বিবাহ দুর্নীতিবাচক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খৃষ্টান, মুসলমানদের মধ্যে সুনীতিসম্মত। কিন্তু হিন্দু সমর্থিত শ্যালিকার সহিত বিবাহ খৃষ্টান দেশে পরম দুর্নীতিসূচক। এমন কি সুখ দুঃখেরও একটা নির্দ্দিষ্ট মান নাই। একজন জাহাজে চড়িয়া দোল খাইতে ভালবাসে, আর একজন বমি করিয়া মরে, একজন ছাগলের দুধ ভালবাসে মাছের গন্ধে বমন আরম্ভ করে—আর এক জনের ইহার ঠিক বিপরীত ভাব হয়। এমন কি দৈহিক পীড়ন ও মৃত্যুর মধ্যেও অবস্থা বিশেষে মানুষ সুখানুভব করে, আরামশয্যায় কষ্ট পায়। সুতরাং যাহাকে আমরা দুঃখ মনে করি তাহা অন্যত্র অন্যভাবে দেখিলে সুখও মনে হইতে পারে। সুখ দুঃখ তাই জগৎসৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ নহে। সুখ দুঃখের অতীত আনন্দই জগতের মূল প্রবাহ। সুখ দুঃখ মনের ওপর ভাসিয়া থাকে; আনন্দ ইহার তলদেশ পর্য্যন্ত ব্যপ্ত। তাই ট্রাজিডি দেখিয়া চোখ জলে ভাসিয়া যায়। কিন্তু মন আনন্দে ভরিয়া ওঠে। অতএব বিশ্বে দুঃখ ও দৈন্য অনাচারের অস্তিত্ব বিশ্বব্যাপী আনন্দের অস্তিত্বের পরিপন্থী নহে।

অতিমন বা অতিচিৎ

অসীম চৈতন্য হইতে সসীম জগৎসৃষ্টি একটু মুস্কিলের ব্যাপার। অসীম অনন্ত হইতে কিছু কিছু বাছাই করিয়া লইতে হয়। এই বাছাইটা কে করে? Spinozaর Theory of Modes এইজন্য দাঁড়াইতে পারে নাই। বাছাই করার ভার মনের ওপর ছাড়িয়া দিলে জগৎ প্রবাহ মনের ইন্দ্রজাল হইয়া দাঁড়ায় মাত্র। সুতরাং ইহা মন হইতে পারে না। ইহা চিৎ-জ্ঞানের একটি বাছাই সংস্করণ। সৃষ্টির সত্য ইহার ভিতর থাকিবে। বেদ যাহাকে ঋতচিৎ বলিয়াছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3|111

ইহা তাহাই। ইহাই জগৎস্রষ্টা। ইহা ঈশ্বর। ঈশ্বর ব্রহ্ম নহেন। অসীম ব্রহ্ম ও সসীম জগতের যোগসূত্র।

শ্রীঅরবিন্দ ও দর্শন

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের একটা নৈর্ব্যক্তিক দিক আছে। একক কোন ব্যক্তি কোন বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিতে পারেন না। বহু সাধকের বহুযুগব্যাপী বহু সাধনার ফলে একটি বিজ্ঞানের সৃষ্টি, পুষ্টি ও উন্নতি সম্ভবপর হয়। প্রতি সাধক তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকদের সাধনা আয়ত্ত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এই পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধনই ঐ সাধকের এই বিষয়ে নিজস্ব দান বা অবদান। প্রাচীন ঐতিহ্যের পটভূমিতেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিতে পারে, শূন্যের মধ্যে নহে। দর্শনক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের অবদান বুঝিতে হইলে তাই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দার্শনিক জ্ঞানের একটা মোটামোটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। মানুষের দার্শনিক দৃষ্টি কোন্ পথে চলিয়াছিল, কতদূর পর্য্যন্ত তাহা প্রসারিত হইয়াছিল এবং শ্রীঅরবিন্দ কোথায় তাহার মোড় ঘুরাইয়া দিলেন, কি ভাবে তাহার প্রসার বিস্তৃত করিলেন এই আলোচনাই অরবিন্দ দর্শন।

শ্রীঅরবিন্দ দার্শনিক হইবার পূর্ব্বে কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেন। সুতরাং পাশ্চাত্যদর্শনে তাঁহার সুপণ্ডিত হইবার কথা। এদিকে ভারতীয় দর্শনও ইতিমধ্যে বহিরাগত পাশ্চাত্য ভাবধারার জগদ্দল পাষাণ অপসারিত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায়, স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে সিংহনাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছে। জিজ্ঞাসু অরবিন্দ সে বাণী গভীর অভিনিবেশের সহিত শুনিয়াছেন। শুধু তাহাই নয় শ্রীরাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের মধ্যে অরবিন্দ এ যুগের স্বধর্ম্মও খুঁজিয়া পাইয়াছেন। আর জড়বিজ্ঞানকৌরব সংগ্রামে রামকৃষ্ণরূপী বাসুদেবের সারথ্যে পার্থ বিবেকানন্দের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামও লক্ষ্য করিয়াছেন। এইখানেই তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন নিজের জীবনব্রতের সন্ধান। বিবেকানন্দের অকাল প্রয়াণের পর অরবিন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বামীজির অসমাপ্ত কার্য্যের সমাপ্তি যজ্ঞভার। তিনি বিবেকানন্দের উত্তরাধিকারী।

ইংরেজ ব্যবসা করিতে এদেশে আসিয়াছিল। তারপর একদিন ধীরে ধীরে সেই বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে ভারতের ভাগ্যাকাশ নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইংরেজের বাণিজ্যপোতে পণ্যের সঙ্গে ছিল ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল। বাংলার ধন হরণ করিয়া ইংরেজ বণিকশ্রেণী ক্ষান্ত থাকিলে যুগ যুগ ধরিয়া সে হয়তো সেই শোষণ চালাইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু ইংরেজ যাজক সেদিন বাংলার ধর্ম্ম ও মনোরাজ্য আক্রমণ করিয়া বসিল। সেইদিনই জাগিল প্রতিরোধ। মধুসূদন খৃষ্টান হইয়াছিলেন, রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র আর একটু অগ্রসর হইয়া প্রতিরোধব্যূহ দৃঢ়তর করিলেন। ইঁহাদের পশ্চাতে থাকিয়া বাংলার প্রতিভা আপন যুদ্ধায়োজন সম্পূর্ণ করিয়া লইল। তারপর একদিন বীরকেশরী বিবেকানন্দ প্রতিআক্রমণ সুরু করিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসভায় বিবেকানন্দ পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিলেন। বাঙ্গালী পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া পাশ্চাত্য মত খণ্ডন করিতে সমর্থ হইল। শিক্ষিতের ধর্ম্মত্যাগ এইখানেই বন্ধ হইল। যাঁহারা ছাড়িয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা আবার ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। মানের দায়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও যাঁহারা দূরে রহিলেন তাঁহারা দেখিলেন দুরত্ব আর রক্ষা করা চলে না। স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের মধ্যে ফিরিয়া বাঙ্গালীপ্রতিভা অচিরেই চিন্তাজগতের মণিজাল সমন্বিত জ্ঞান ও ধর্ম্মের খনি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইল। এই মাতৃগৃহ প্রত্যাগতদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ অন্যতম।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিকট অরবিন্দ যে সমন্বয় মন্ত্র লাভ করিলেন পাশ্চাত্যদর্শনেও সেই Synthetic outlook টা আছে। পাশ্চাত্যদর্শন অধুনাতম জ্ঞানবিজ্ঞানের হিসাব নিকাশের ওপর আপন প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া চলে। কালকের মতবাদ আজকের আবিষ্কৃত নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্যের আঘাতে ভাঙিয়া পড়ে। আবার এই নূতন তথ্যকে গ্রহণ করিয়া নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য এই মতবাদের সবটাই যে নূতন তা নয়। উহা পুরাতন কোন মতবাদের পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্ত্তিত সংস্করণ। আর দার্শনিক তত্ত্বের এইরূপ সম্প্রসারণই তো তাহার জীবন। পরাধীনতার মধ্যে ভারতীয় দর্শন এই জীবন হারাইয়া ফেলিয়াছিল। বিবেকানন্দ তাহাকে সজীব হইতে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন যোদ্ধা—যুদ্ধ জয় করাতেই তাঁহার সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইয়াছিল। সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি তাঁহার উত্তর সাধকদের রাখিয়া গিয়াছেন। এইজন্য তিনি তাঁহার শিষ্যদের একজনকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা নূতন করিয়া স্মৃতি লেখ না। মনু রঘুনন্দন কি এখনও চলিবে!" এই নূতন করিয়া রচনার ভার দর্শনক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদর্শন এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমন্বয়ের ভিত্তিতে তিনি এক নূতন দর্শন রচনা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাশ্চাত্য দর্শন

ইউরোপে দর্শনশাস্ত্র প্রথমতঃ শক্তি ও বস্তু ইহাদের মধ্যে কোনটি সত্য ইহাই বিচার করিয়া আসিতেছিল। অর্থাৎ Idealism ও Realismএর বিরোধই তখন দার্শনিক মন অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু এই দুই মতবাদই প্রথম প্রথম ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। অর্থাৎ কেবল বাইবেলের চারিদিকে দার্শনিক গবেষণা আপন কর্ম্মশক্তি সংহত করিয়াছিল। কিন্তু ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ডারউইন তাঁহার Theory of Evolution বা অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করিলে অন্য সমস্ত মতবাদ ছাড়াইয়া Materialism বা জড়বাদ মানুষের চিন্তার প্রাধান্য লাভ করে। এই মতে জড়পদার্থ শক্তির উৎস। জড় হইতে শক্তি উৎপন্ন। জড়পদার্থের বিভিন্ন অণু বা এ্যাটম্ বিভিন্ন পরিমাণে ও পরিবেশে সম্মিলিত হইলে নূতন নূতন গুণ বা শক্তির সৃষ্টি হয়। যেমন দুই এ্যাটম্ হাইড্রোজেন ও এক এ্যাটম অক্সিজেন তড়িৎ আঘাতে মিলিত হইলে এক মলিকিউল জল উৎপন্ন হয়। দুই এ্যাটম হাইড্রোজেন, এক এ্যাটম সালফার ও চার এ্যাটম অক্সিজেন মিলিত হইলে এক মলিকিউল সালফিউরিক এ্যাসিড তৈয়ারী হয়। এই এ্যাসিড এত ভয়ঙ্কর যে সোনা ও রূপা বাদে প্রায় সমস্ত ধাতুই ইহার মধ্যে গলিয়া যাইতে পারে। এই নূতন শক্তি পদার্থের মিশ্রণেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাও জড়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জড় মিশ্রণেও শক্তি উৎপন্ন হয়। প্রাণও একটি বিশেষ শক্তি। এই শক্তিও হয়তো জড়পদার্থসমূহের মিশ্রণেই উৎপন্ন হইয়াছে। কোন কোন্ পদার্থের সংমিশ্রণে প্রাণ উৎপন্ন হয় বিজ্ঞান আজও তাহা বাহির করিতে পারে নাই, তবে পারিবে আশা রাখে। আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞানের মতে পদার্থ ও শক্তি এই দুইটিই সনাতন। ইহারা চিরকাল আছে। ইহাদের পরিমাণ অপরিবর্ত্তনীয়। পদার্থকে আশ্রয় করিয়া শক্তি অবস্থান করে। শক্তির প্রভাবে পদার্থের অবস্থা বা রূপের পরিবর্ত্তন হয়। শক্তি নিজেও এক রূপ হইতে অন্য রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কিন্তু শক্তির বিনাশ নাই। পদার্থও অবিনাশী। ইহাদের একটি অণু বা পরমাণুও কখনও হারাইতে পারে না। পদার্থ ও শক্তি লইয়া জড়জগৎ। এই জগতে হঠাৎ কি করিয়া একদিন প্রাণের আবির্ভাব হইল। হয়তো বিশেষ কয়েকটি অণু বা পরমাণু বিশেষ বিশেষ পরিমাণে বিশেষ কোন পরিবেশের মধ্যে মিলিলেই প্রাণের উৎপত্তি। আদি প্রাণী প্রথম মাত্র বাহির হইতে বস্তু গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইত, তারপর বিভক্ত হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিত ও বংশ বৃদ্ধি করিত। তারপর ধীরে ধীরে নূতন নূতন গুণের বিকাশ হইতে লাগিল কোন কোন প্রাণীর মধ্যে। তবে উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত এই প্রাণ অচেতন ছিল। তাহার পর আসিল চেতনা। জীবগণ চেতন; উদ্ভিদ অচেতন। চেতনার পরে সহজাত প্রেরণা; প্রেরণার পরে একটু একটু করিয়া বুদ্ধির উন্মেষ হইতে লাগিল। শৃগাল, বানর প্রভৃতি বেশ বুদ্ধিমান। বুদ্ধির পরে আসিল বিচার। মানুষই একমাত্র বিচারশীল জীব। এই বিচারশীলতাই মানুষকে জীবজগৎ হইতে পৃথক করিয়া উর্দ্ধে তুলিয়াছে। ইহার বলেই মানুষ এত বড় সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে। সে নিজেকে এখন এত বড় মনে করে যে সৃষ্টি, স্থিতি ও মৃত্যুর রহস্য আবিষ্কার করিয়া না দেখিতে পারিলে তাহার আর শান্তি নাই।

জড় হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে চেতনা, চেতনা হইতে প্রেরণা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেরণা হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে বিচার, এই নব নব ধর্ম্মের বিকাশের নাম অভিব্যাক্তিবাদ বা ইভলিউসান।

এই অভিব্যাক্তিবাদ মানুষের চিন্তাধারাকে এক নূতন পথে চালিত করিয়াছে। মানুষের চিন্তায় আসিয়াছে বিপ্লব। মানুষ দেবতার বংশ, ভগবানের বিশেষ সৃষ্টি, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম জীব; মানুষের জন্য জগৎ—এই সব বড় বড় কথায় এখন আর কেহ বিশ্বাস করে না। প্রাণের নব নব বিকাশের পথে মানুষ একটি সোপান মাত্র। সে আদিও নয়, অন্তও নয়। মানুষের পরে মানুষ অপেক্ষা উন্নত জীব সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, এমন কি সুনিশ্চিত। বৈজ্ঞানিকেরা এই মনুষ্যোত্তর সোপানের নাম দিয়াছেন অতিমানুষ বা Superman.

Superman-কে লইয়া অনেক গবেষণা ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে। তাহার রূপ, তাহার ধর্ম্ম, তাহার কর্ম্ম লইয়া। ইহার অনেকখানিই নিছক কল্পনা বিলাস, কিন্তু গভীর দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে ধর্ম্মের স্তরে পৌঁছানর চিন্তাও Superman কে লইয়া হইয়াছে। এই চিন্তাধারার নাম Creative Evolution. ফরাসী মনীষী বার্গশঁ এই Creative evolution কে দর্শন ও বৃটিশ নাট্যকার বার্ণার্ডশ' ইহাকে ধর্ম্মের স্তরে উন্নীত করিয়াছেন।

বার্গশঁ বৈজ্ঞানিক অভিব্যাক্তিবাদ ও তাহার তথ্যপ্রমাণাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখাইলেন যে এই অভিব্যাক্তির পিছনে একটি চিন্তাশীল মন রহিয়াছে। ইহাকে ঈশ্বর বা প্রকৃতি যাহাই বলি না কেন, ইনিই নব নব প্রচেষ্টার দ্বারা নূতন নূতন সৃষ্টি করিতেছেন। জড়পদার্থ হইতে ঘটনাক্রমে এই অভিব্যাক্তি হইতেছে না। যেমন বার্গশঁ ড্রাগন ফ্লাইএর দৃষ্টান্ত দিলেন। এই পোকাগুলি ঘোড়ার পায়ে দংশন করিয়া ক্ষতস্থানে ডিম্ব প্রসব করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ ডিম্ব ঘোড়া চাটিয়া লয়। পরে উহা ঘোড়ার পাকস্থলীর রসের স্পর্শে ফুটিয়া ওঠে এবং উহা হইতে শিশু ড্রাগন ফ্লাই বাহির হইয়া ঘোড়ার মলের সহিত নিঃসারিত হয়। বৈজ্ঞানিক বলিবেন কীটটি instinct দ্বারা চালিত হইয়াই এইরূপ করে। বার্গশঁ বলেন এতখানি জ্ঞান instinct হইয়া কি করিয়া থাকে। ইহা নিশ্চয়ই প্রকৃতির বা কোন চিন্তাশীল মনের কার্য্য। কীট তাহার যন্ত্রস্বরূপ, না জানিয়া না বুঝিয়া তাহার উদ্দেশ্য সফল করে মাত্র। Instinct এর এই ব্যাখ্যা evolution এর মধ্যে স্রষ্টার স্থান করিয়া দেয়। তবে এই স্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ নহেন, হয়তো সর্ব্বশক্তিমান। তিনি পরীক্ষা দ্বারা, ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়া উন্নততর সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি করিয়া শিখিতেছেন। যেমন এক সময়ে তিনি মনে করিয়াছিলেন জীব আপন দেহের চতুর্দ্দিকেই গৃহ নির্মাণ করিবে। কচ্ছপ, শম্বুক, ঝিনুক প্রভৃতি তাই সৃষ্ট হইল। কিন্তু ইহা পরে ভাল মনে হইল না। পরবর্ত্তী প্রাণীরা নানা উপায়ে বাসস্থান রচনা করিতে লাগিল। মানুষ তাই শেষ পর্য্যন্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইল। আবার একবার স্রষ্টার মনে হইল বুঝি আকার বিরাট হইলেই জীব উন্নততর হইবে। তিমি, হস্তী প্রভৃতি ইহারই পরীক্ষা। কিন্তু এ পন্থাও স্রষ্টার মনঃপূত হইল না। আবার আকারের অতিশয়োক্তি পরিত্যক্ত হইল। ক্ষুদ্র মানব বৃহৎ হস্তীর প্রভুরূপে দেখা দিল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বার্গশঁর এই দর্শনকে বার্ণার্ড শ' ধর্ম্মের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। তাঁহার উইলে তিনি নিজেকে ধর্মে Creative evolutionist বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিতাভস্ম কোন ধর্ম্মস্থানে রাখিতে নিষেধ করিয়া তিনি নিজেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের আচরিত খৃষ্টধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছেন।

শ্রীঅরবিন্দ ইভলিউসনের এই গতি লক্ষ্য করিলেন। পুরাতন বস্তুতান্ত্রিকতার পরিবর্ত্তে ইহাতে ঈশ্বরবাদ ফিরিয়া আসিতেছিল। তিনি ইহাকে স্বাগত জানাইয়া নিজে তাহার সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হইলেন।

পাশ্চাত্য থিওরী অব্ ইভলিউসান ও শ্রীঅরবিন্দ

১৯১৫-১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইভলিউসান সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি প্রবন্ধ আর্য্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐগুলি পরে 'Evolution' নাম দিয়া একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হয়। এই প্রবন্ধগুলিতে শ্রীঅরবিন্দ ইউরোপে ডারউইনের মতবাদের পরিণতি লইয়া আলোচনা করেন। এই আলোচনায় তিনি এই কথাই প্রতিপাদন করেন যে এই মতবাদ তাহার প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেও পরে ধীরে ধীরে সনাতন ও শাশ্বতজ্ঞানের পথই প্রশস্ততর করিয়া দিতেছে।

পাশ্চাত্য যেখানে পৌছিয়াছিল অরবিন্দ সেখান হইতেই তাহার সহিত প্রাচ্যের মিলন সংঘটিত করাইয়া দিলেন। নিম্নে শ্রীঅরবিন্দের নিজের লেখা হইতে এ সম্বন্ধে তাহার ব্যক্তব্যটুকু আলোচনা করিতেছি। সমালোচনা ছাড়া অপর অংশটুকু প্রায় শ্রীঅরবিন্দের লেখার অনুবাদই বলা চলে।

উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাজগতের প্রধান সুরটি—থিওরি অব্ ইভলিউসান। জড়বিজ্ঞানের সীমা ছাড়াইয়া ইহা নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি এবং সমাজক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। জড়বাদের বিজয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিযানে ইহাই ছিল প্রধান অস্ত্র। পূর্ব্বে উন্নতি কথাটির একটি নৈতিক দিক ছিল। এখন হইতে ইহা কেবল বস্তুতান্ত্রিক ক্রমোন্নতির রূপ পরিগ্রহণ করিল। 'আদর্শবাদী মানুষের' স্থলে 'অর্থনৈতিক মানুষ' আসিল। চরিত্রের মাপকাঠি হইল heredity বা কুলজি। মানুষ হইল চিন্তাশীল জন্তুমাত্র। সমাজ জীবনে রহিল শুধু বাঁচিবার লড়াই, struggle for existence. প্রতিযোগিতা তীব্রতম হইয়া উঠিল। সমাজকে দেহীরূপে কল্পনা করা হইল। ইহা হইতে আসিল নানাবিধ অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্রবাদ। স্বাধীন ব্যক্তির উর্দ্ধে সংগঠিত রাজ্য বা সমাজের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাধারা শিরোঘূর্ণনকারী প্রচণ্ড গতি বেগে অগ্রসর হইতেছে। একদিকে ইহা টিউটনিক। অতি নিপুণ এর পর্য্যবেক্ষণ; অতি শ্রমসাধ্য এর বিভাগ সংগঠন। অন্যদিকে ইহা কেলটিক্ হেলেনিক। আশ্চর্য্য ইহার কোমলতা, গতিশীলতা, পরিবর্ত্তনোন্মুখিতা, অসীম এর অনুসন্ধিৎসা। একই মতবাদকে ইহা দীর্ঘকাল চলিতে দেয় না। সন্দেহ করিতে, বিরোধ করিতে, প্রত্যাখ্যান করিতে, পুনর্গঠন করিতে, নব নব বিপরীতধর্ম্মী সত্যের আবিষ্কার করিতে, নূতন নূতন পরীক্ষা করিতে ইহার জুড়ি মেলে না। এখন পর্য্যন্ত এই বিরোধিতা ইভলিউসান থিওরির অন্তঃস্থল আক্রমণ করে নাই সত্য, তবে ইহা ইভলিউসানকে নূতন সংজ্ঞা, নূতন তাৎপর্য্য দিতে সচেষ্ট হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন যে বস্তুবাদ ধ্বসিয়া পড়িতেছে; ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ইভলিউসানের বস্তুতান্ত্রিক সংজ্ঞাও চলিয়া যইাতে বাধ্য।

ইভলিউসান সাধারণ অর্থে প্রত্যেক পরবর্ত্তী রূপ বা অবস্থাকে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা বা রূপের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখায়। এই পরবর্ত্তী রূপ বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী রূপ বা অবস্থার অন্তর্নিহিত কোন গুণ বা সম্ভাবনার আবশ্যিক পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন সঞ্জাত। আর একটি রূপ কেবলমাত্র তাহার জন্মদাতার বীজ সংবহনকারীই নহে, ইহা এতৎ-সঞ্জাত পরবর্ত্তী সম্ভাব্য ভিন্নপ্রকার রূপেরও বীজ বহন করে। ক্রমোন্নতির ফলে nebula হইতে বিশ্বজগৎ তৈয়ারী হইয়া ওঠে। জীব-বাসের অনুপযোগী বিশ্বজগতে পরে জীব বাসোপযোগী একটি গ্রহের আবির্ভাব হয়। এই গ্রহে অজ্ঞাত উপায়ে Protoplasm রূপে জীবের আবির্ভাব হয়। নিম্নতর জীব হইতে উচ্চতর জীব আসে। কীট হইতে মৎস্য, মৎস্য হইতে দ্বিপদ, চতুষ্পদ। মানুষ Ape (এপ্) জাতীয় চতুষ্পদ। কিন্তু সে সোজা হইয়া দুই পায়ে হাঁটিতে শিখিয়াছে এবং নবজীবনের অনুপযোগী অঙ্গ গুণ ও অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ করিয়াছে। বস্তুতে শক্তি—এই অচেতন দেবীই আপন অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক adaptation এবং জীবের অন্তর্নিহিত জন্মগত বৃত্তি (heredity) দ্বারা এই অঘটন সংঘটিত করিয়াছেন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা অবস্থা বিশেষে প্রয়োজনীয় ও বাঁচিবার উপযোগী নব বৈশিষ্ট্যলব্ধ জীবসমূহ নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করে। অন্যেরা জীবন সংগ্রামে পরাজিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়।

মোটামুটি ইভলিউসানের এই কয়টিই প্রধান সূত্র। ইহাদের অনেকগুলি সম্বন্ধেই এখন সংশয় প্রকাশ করা হয়। বাঁচিবার সংগ্রামের ধারণাই যে বর্ত্তমানে অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত এমন কি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ডারউনের মতবাদের সহিত নাকি ইহার কোন সংস্রব নাই। এই পরিবর্ত্তনে জীবনের মূলে অহঙ্কারের সঙ্গে প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায়। নৈতিক ও আদর্শবাদী মতবাদগুলি ইহার ফলে আবার মাথাচাড়া দিয়া ওঠে। Heredityর ক্ষেত্রে অর্জ্জিত গুণাবলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(acquired characteristics) সন্তানে সংক্রামিত হয় না, কেবলমাত্র সংস্কার ও প্রবণতাই (predispositions) সংক্রামিত হয়, এই নূতন মতবাদ ইভলিউসানকে বস্তুতান্ত্রিকতা হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে। তারপর মন্থর ক্রমপরিণতির (slow, gradual evolution) পরিবর্ত্তে আকস্মিক দ্রুত পরিবর্ত্তনই (sudden & rapid outbursts) অভিব্যক্তির রূপ বলিয়া গণ্য হইতেছে। ইহাতেও বাহ্যিক বস্তুতান্ত্রিক যান্ত্রিক প্রয়োজনবাদ হইতে আমরা গভীরতম বিস্ময়েরক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছি।

আর এই সঙ্গে বস্তুতান্ত্রিকতার প্লাবনে নিমজ্জিত পুরাতন প্রাণবাদী ও আদর্শবাদী মতবাদ সমূহ আবার মাথা জাগাইয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির প্রতিটি সোপানে পদক্ষেপ করিয়া এইসব মতবাদ আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা ও পরিবর্দ্ধন সম্ভব করিয়া লইতেছে। সুতরাং ইহা অতি নিশ্চিত যে ভবিষ্যতের উন্নততর, জটিলতর, বৃহত্তর চিন্তায় ইভলিউসান থিওরি অপর্য্যাপ্ত মনে হইবে এবং ইহার অন্তরবস্তুর বিশেষ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইবে।

পাশ্চাত্য ইভলিউসানের এই অভাব শ্রীঅরবিন্দ প্রাচ্য জ্ঞানভাণ্ডার হইতে পূর্ণ করিতে সমর্থ হন। তিনি দেখিলেন বস্তুতান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ সাংখ্য দর্শনের মতই বলিতেছে যে জগৎ অনির্দ্দিষ্টরূপ বস্তু হইতে প্রাকৃত শক্তি দ্বারা ক্রমাবির্ভূত। কিন্তু সাংখ্যের নীরব কারণ পুরুষ, অর্থাৎ পর্য্যবেক্ষণ ও মননশীল আত্মার ইহাতে স্থান নাই। সুতরাং এই মতে জগৎ একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, ঘটনাচক্রে সম্ভূত। ইহার পশ্চাতে কোন বুদ্ধি বা লক্ষ্য কাজ করিতেছে না। কেবলমাত্র এক যান্ত্রিক বিকাশ বা পরিবর্দ্ধন, সংযোজন (automatic deployment) (construction) (Selfadaptation of means to end) উদ্দেশ্য ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপায়ের স্বয়ংক্রিয় সমন্বয়, যাহার পিছনে কোন জ্ঞান বা অভিপ্রায়ই নাই। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন যে এই আপাতবিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তের প্রমাণ নিশ্ছিদ্র ও নির্বিশেষ হওয়া প্রয়োজন। নতুবা মানবমন ইহা গ্রহণ করিতে পারিবে না।

অনির্দ্দিষ্টরূপ বস্তুতে শক্তিই সৃষ্টির একমাত্র কারণ হইলে জগতে জ্ঞাতা আত্মার কোন স্থান থাকে না। প্রাণ, মন, চেতনা তাহা হইলে বস্তু হইতেই উৎপন্ন বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। ইহারা তবে বস্তুরই কার্য্য। এতদ্ভিন্ন ইহাদের আর কোন সত্তা থাকে না। বস্তুতান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদের এইটি দ্বিতীয় আপাতবিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্ত। এইখানে আসিয়াই এই মতবাদ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানের যত উন্নতি হইতেছে ততই এই ধারণা দৃঢ়তর হইতেছে যে প্রাণ (life), মন (mind), চেতনা (consciousness) তিনটি তিনটি ভিন্ন জাতীয় শক্তি। প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও কর্ম্মপদ্ধতি আছে। ইহারা একে অন্যের ওপর কাজ করিয়া তাহাকে বিচিত্রতর করিয়া তোলে। বিজ্ঞান জগতে তাই ধীরে ধীরে ত্রিধা সৃষ্টির ধারণা আসিতেছে—বস্তু, প্রাণ ও মন। বস্তু হইতে প্রাণী উৎপন্ন বাস্তব নিয়মে হয় নাই, হইয়াছে প্রাণের নিয়মে। বাস্তব অবস্থায় প্রাণধর্ম্ম বস্তুতে সঞ্চারিত হইয়া বস্তুতে তাহার প্রেরণা, প্রয়োজনাদি সঞ্চারিত করিয়াছে। ইয়োরোপের অগ্রসর চিন্তায় আজ এক বিরাট প্রাণবস্তুর ধারণা আসিয়াছে। কিন্তু মনোজগতের আইনকানুন এখনও অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে বলিয়া বিরাটতর মনোবস্তুর ধারণা এখনও ততটা অগ্রসর হয় নাই।

এই ত্রিধা সৃষ্টি শ্রীঅরবিন্দের মনে বৈদিক ত্রিজগতের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। তিনি এই বৈজ্ঞানিক সত্যটীরই রূপক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

সেই পুরাতন কাহিনীতে দেখিতে পাইয়াছেন। বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইলে দেখা যাইবে যে বৈদিক কাহিনীটির ত্রিজগতে এক সত্য এক নিয়মের ধারণাও নির্ভুল। শুধু অবস্থা বিশেষে তাহাদের প্রয়োগে বিশেষ হইতেছে মাত্র। ত্রিজগতে একই দেবতারা কাজ করিতেছেন। স্থান ভেদে রূপভেদ, পথভেদ। আর ইহারই ফল বিচিত্রতর পরিণতি।

তারপর বস্তুতান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদের পশ্চাতে রহিয়াছে কঠোর বাস্তব প্রয়োজনবাদ। সকল কার্য্যেরই সমস্ত কারণশৃঙ্খল বাহির করা যায়। কারণ জানিলে কার্য্যও বলিয়া দেওয়া যায়। জগত ব্যাপারেও তাহাই। সিদ্ধান্তটি পরিষ্কার কিন্তু জগৎপ্রবাহ আর একটু ঘোলাটে। জ্ঞাত কারণের পরেও এখানে অজ্ঞাত কারণ রহিয়াছে। আমাদের বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও "এত বড় জগতের কতটুকু জানি ?" শুধু বস্তু জগতেরই জ্ঞান সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তারপর প্রাণ আর মন তো পড়িয়া রহিল। আর বস্তুর চেয়ে প্রাণের নিয়ম বোঝা শক্ত, জটিলতর। প্রাণের চেয়ে মনের আরও। ইউরোপীয় চিন্তাধারা এর মধ্যেই সমস্ত দৃশ্যমান কর্ম্মের পিছনে একটা অদৃশ্য কর্ম্ম ধরিয়া লইতেছে। কেহ কেহ ইহাকে বলেন অচেতন কর্ম্ম, কেহ বা অবচেতন। মনের এই অচেতন বা অবচেতন অংশ চেতন অংশের অপেক্ষা বেশি জানে, বেশি দেখে। ইহা হইতেই সর্ব্বদা চেতনার সঞ্চার হয়।

আবার এইখানেই শ্রীঅরবিন্দের মনে পড়িতেছে বেদকে। বেদে আছে এক অচেতন বা অবচেতন প্রাণ সাগরের কথা। এই সাগর হইতেই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু বেদে ইহা ছাড়াও এক অতিচেতনের (Superconscient) কথা আছে। ইহাই সমস্ত সৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ন্ত্রণ ও উদ্ভাবন করে। ইহার জন্যই ইভলিউসানের মধ্যে একটি গোপন চৈতন্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। ইহাই ইভলিউসানের পশ্চাতের স্বয়ংক্রিয় নিয়ম ও সত্য।

বস্তুতান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গত সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় একটি সরল রেখাকারে ধীর কিন্তু ক্রমিক উন্নতি। মাঝে মাঝে একটু আধটু ব্যতিক্রম—, reversions , atavism, প্রভৃতি হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাদের বিশেষ কোন গুরুত্ব থাকে না। একটু বেশি সময় ধরিয়া হিসাব করিলে এইগুলি প্রায় চোখেই পড়িবার কথা নহে। কিন্তু মানুষের ইতিহাস ইহার বিপরীত সাক্ষ্যই দিতেছে। ইতিহাস দৃষ্টে মনে হয় যেন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমই এখানে ঘটিতেছে। উন্নতির যুগের পরেই আসে অবনতির যুগ। আর এই দুইয়ে মিলিয়াই অভিব্যক্তি। ইহা চক্রাকার, সরলরেখাকার নহে। সভ্যতার কল্প (cycles of human civilization) আবিষ্কৃত হইয়াছে। অভিব্যক্তিরও হইবে নিঃসন্দেহ। পুরাণের কল্প বা মন্বন্তরবাদ ইহাই। কিন্তু এই মন্বন্তরবাদ নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। কারণ এত বিপুল সময়ের কথা বলিতে হয় যে আমরা না পারি তাহার হিসাব রাখিতে, না পারি তাহা হইতে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে।

তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিকেরা এখন স্থির, মন্থর অনুমাত্রিক পরিবর্ত্তনের বদলে আকস্মিক বৈপ্লবিক বিরাট পরিবর্ত্তনের কথাই বলিতেছেন। যেন অদৃশ্য জগৎ হইতে সহসা দৃশ্যমান জগতে আবির্ভাব হইল। প্রকৃতি যেন পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া তাহার কর্ম্মশালা বা পরীক্ষাগারে দীর্ঘকাল চেষ্টার পর একটু আগাইয়া একটু পিছাইয়া, বাহ্যবস্তুর যোগাযোগ লক্ষ্য করিয়া এমন একটি শুভ সংযোগস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যে অকস্মাৎ বিপুলবেগে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরাট শুভ মুহূর্ত্তে, বিপুল পদক্ষেপে তাহার নব সৃষ্টি প্রকাশ করিয়া দিলেন। বিস্মৃত, বিলুপ্ত সৃষ্টির কদাচিৎ পুনরাবির্ভাব ও তিরোভাব বুঝি এই জন্যই। একটা নূতন কিছু করিয়া ফেলিবার জন্য তাহাকে অনেক আবির্ভাবের সংবরণ করিতে হয়। কিন্তু তিনি এইসব একেবারে বিনষ্ট না করিয়া তাঁহার অদৃশ্য পরীক্ষাগারেই রক্ষা করেন। যেন প্রয়োজন হইলে আবার সেগুলি হাতের কাছে পাওয়া যাইতে পারে। এইভাবে ইভলিউসান আগাইয়া চলে। (এইটিই Bergsonএর মতবাদ। পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।)

আর ইভলিউসানের অস্ত্র বাঁচিবার লড়াই বা Struggle for life নয়। আধুনিক বিজ্ঞান বরং মনে করে যে এটা পারস্পরিক সহায়তা। অন্ততঃ পারস্পরিক সমন্বয়। লড়াই অবশ্য আছে। কিন্তু সেটা নিছক গৌণ। নিতান্ত স্থান সঙ্কুলান না হইলেই একটু আধটু প্রতিবেশীকে আঘাত করিয়া স্থান করিয়া লইতে হয় মাত্র।

অর্জ্জিত গুণাবলী সন্তানে সঞ্চারিত হয় না বলিয়া এখন যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহারও বিশেষ গুরুত্ব আছে। একেবারে হয় না তাহা নহে। যতক্ষণ এই গুণাবলী প্রাণ ও মনোজগতে গৃহীত না হয় ততক্ষণ হয় না। যখন হয় তখন বাস্তবজগতেও তাহারা সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। Heredityকে তাই শ্রীঅরবিন্দ "material shadow of soul reproduction" বলিয়াছেন। যতক্ষণ কোন গুণ প্রাণ ও মনোজগতে গৃহীত না হয় ততক্ষণ তাহাতে যেন ব্যক্তিবিশেষের জীবনস্বত্ব। জীবনাবসানে উত্তরাধিকারীর নিকট না গিয়া তাহা দাতার ভাণ্ডারে ফিরিয়া যায়। এইজন্য জনক জননীর tendencies শুধু সন্তানে সঞ্চারিত হয়। বস্তুতে প্রাণ ও মনঃশক্তিই প্রথমে কোন কিছুর ছাপ গ্রহণ করে। এই ছাপ বেশ স্পষ্ট হইলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা বস্তুতেও পড়িয়া থাকে। আর তখনই এই গুণ সন্তানদেহে সঞ্চারিত হইতে পারে।

অতএব দেখা গেল যে ইভলিউসানের রূপ একেবারে বদলাইয়া যাইতেছে। অনির্দ্দিষ্টরূপ বস্তুতে শক্তির ক্রিয়ায় যান্ত্রিক, মন্থর ও কঠিন ইভলিউসানের বদলে আমরা সচেতন, সাবলীল, বিস্ময়কর, নাটকীয় ইভলিউসানের দিকে অগ্রসর হইতেছি, যাহাতে অতিচেতন জ্ঞান অতল অচেতন লোক হইতে বস্তু, প্রাণ ও মনোজগতে সৃষ্টির পর সৃষ্টি বাহির করিয়া আনিয়া চলিয়াছে।

ভারতীয় দর্শন

পাশ্চাত্য দর্শনের এই পটভূমিকায় অরবিন্দ ভারতীয় দর্শন আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, অসীম অধ্যবসায় ও অনন্ত জ্ঞান পিপাসা শীঘ্রই সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া ফেলিল। তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই বেদ, উপনিষদ্, ষড়দর্শন—মূল ও টিকাটিপ্পনী সমেত আয়ত্ত করিয়া লইলেন। পূর্ব্বসাধকদের দৃষ্টান্ত হইতে তিনি অতি সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে ভারতীয় দর্শনে দুইটি প্রধান জিনিষ আছে। একটি গীতা ও অপরটি যোগ। গীতা সকল উপনিষদের সার এবং যোগ ভারতীয় দর্শনের নিজস্ব ধারায় চিন্তালব্ধ জ্ঞানের উপলব্ধির প্রণালী। অরবিন্দ প্রথমেই এই গীতার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তারপর এই আলোচনালব্ধ জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিয়া লইবার জন্য যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিচেরীর যোগাশ্রম এবং যোগী অরবিন্দ ইহারই পূর্ণ পরিণতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতাবিষয়ক প্রবন্ধমালা

সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শন পাঠ করিয়া অরবিন্দ বুঝিতে পারিলেন সত্যই "সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ।" গীতা সকল দর্শনের সার ও সমন্বয়। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী দর্শনসমূহকে আত্মসাৎ করিয়া প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করতঃ তাহাকে বিজ্ঞান সম্মত করিয়া তুলিয়াছে। এমন কি কখনও কখনও বেদকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিতে সাহসী হইয়াছে। তবে এই উপেক্ষা নির্ব্বোধের উপেক্ষা নয়। বেদজ্ঞ বেদপারঙ্গম ব্রাহ্মণের উপেক্ষা মাত্র। "যাবানর্থঃ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, "জ্ঞান (বেদ) কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান কাঁটা তুলতে হয়, তারপর দুটোকেই ফেলে দিতে হয়।" কিন্তু ফেলিবার আগে অজ্ঞান কাঁটা তোলা চাই। এই অজ্ঞান কাঁটা তোলবার এদেশে দুইটি উপায় আছে—লোকে অস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা। সাংখ্য (জ্ঞান) ও যোগ। জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাম্ কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই সাংখ্য ও যোগেরই আলোচনা ও সমন্বয় করেন।

কিন্তু গীতা কেবলমাত্র সাংখ্য ও যোগই নহে। ইহা উপরন্তু বেদান্তও বটে। অরবিন্দ ইহাকে ত্রয়োদশ উপনিষদ বলিয়াও মানিয়া লইতেও প্রস্তুত। তাঁহার মতে গীতার বেদান্ত সাংখ্য ও যোগের রঙে রঞ্জিত। প্রকৃতপক্ষে গীতা একটি যোগ শাস্ত্র। ইহা অভ্যাসযোগ্য। দার্শনিক চিন্তাধারার অবতারণা করিয়া ইহার উপযোগিতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে মাত্র। গীতা কেবলমাত্র বেদান্তের জ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। ইহা জ্ঞানকে কর্ম্ম ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছে। আবার কর্ম্মকে জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করিয়া কর্ম্মের মধ্যে ভক্তির উৎসও যোগাইয়াছে। গীতা সাংখ্য দর্শনের বিশ্লেষণবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইহা সাংখ্যের চেয়ে বেশী। গীতা সাংখ্যের অনেক জিনিষ আগ্রাহ্য করিয়া ইহার নিম্নতর বিশ্লেষণজাত জ্ঞানকে উচ্চতর সর্ব্বাত্মক বৈদান্তিক সত্যের সহিত সমন্বয়ীভূত করিয়া দিয়াছে।

ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকার তত্ত্বে পুরুষ বহু, এক নহে। কিন্তু গীতা বহু পুরুষ অস্বীকার করে। এই পুরুষকে গীতা আত্মন্, বিভু, ঈশ্বর বা পুরুষোত্তমরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকেই জগৎকারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু গীতার সাংখ্য ঈশ্বরবাদ, সর্ব্বেশ্বরবাদ ও একেশ্বরবাদের এক অপূর্ব্ব সমন্বয়।

পতঞ্জলির যোগদর্শন রাজযোগের মানসিক সংস্করণ। নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী মনঃসংযোগ, বিজ্ঞানসম্মত সংযম পদ্ধতি। ইহার অভ্যাস দ্বারা মন ক্রমশঃ শান্ত হইতে হইতে সমাধিস্থ হইতে পারে। মনের এই স্বভাব অতিক্রমণের ঐহিক ও পারত্রিক দ্বিবিধ ফল। ঐহিক ফল জ্ঞান ও শক্তির বিপুল বিকাশ, পারত্রিক ফল ঈশ্বরসংযোগ। কিন্তু গীতার যোগ স্বাভাবিক আত্মবিকাশের উপায়। রাজযোগ একমাত্র যোগ নহে। ইহা যোগসমূহের একটি মাত্র। গীতার যোগের বিশিষ্ট কোন প্রণালী নাই। মানসিক স্থিতি ও কর্ম্মের দ্বারা অন্তরের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া একরূপ নূতন ভাব বা স্বভাব লাভ করাই এই যোগের লক্ষ্য। সুতরাং গীতার সমাধি, পতঞ্জলির যৌগিক নির্ব্বিকার অবস্থা হইতে পৃথক। আবার পতঞ্জলি কর্ম্মকে প্রথম প্রথম মানসিক উন্নতির উপযোগী মনে করিলেও কর্ম্মের শেষ পর্য্যন্ত উপযোগিতা স্বীকার করেন না। গীতায় কর্ম্ম চরমতম উন্নতিলাভের উপযোগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া স্বীকৃত। সমাধির পরেও কর্ম্মের উপযোগিতা থাকিয়া যায়।

আবার গীতার মতে সাংখ্য ও যোগে পার্থক্য নাই। সাংখ্যও একপ্রকার যোগ। ইহা জ্ঞান যোগ। সত্তার (Existence) মানসিক বিশ্লেষণ দ্বারা ইহা সত্যের দর্শন ও অধিকার লাভ করে। কিন্তু যোগ আরম্ভ করে কর্ম্ম লইয়া। ইহা প্রধানতঃ কর্ম্মযোগ। তবে গীতায় কর্ম্মের অর্থ অতি বিস্তৃত। অনাসক্তভাবে আন্তর ও বাহ্য কর্ম্মসমূহের বিভুপদে উৎসৃজনই যোগ। জ্ঞান যে সত্যের সন্ধান দেয় যোগ সেই সত্যের প্রয়োগ। এই প্রয়োগের প্রেরণা প্রজ্ঞাবান্ ভক্তি বা জ্ঞানদৃষ্ট পরমার্থে আত্মোৎসর্গ।

সাংখ্যদর্শনের মূলে আছে মানবসহিত জগৎবস্তুর উপাদান বিশ্লেষণ, সংখ্যানির্ণয় ও পার্থক্য প্রদর্শন। সাধারণ মন শুধু এইসব তত্ত্বের সম্মিলিত অবস্থা ও রূপই দেখিতে পায়। সাংখ্য সমন্বয় করিতে চাহে নাই। সাংখ্য মূলে দ্বৈতবাদী। তবে এই দ্বৈতবাদ বৈদান্তিক দ্বৈতবাদ নহে। সাংখ্যমতে অস্তিত্ব বা সৎ দুইটি—পুরুষ ও প্রকৃতি। এই দুয়ের মিলনেই সৃষ্টি। পুরুষ নির্ব্বিকার, প্রকৃতি কর্ম্মরত। পুরুষ জ্ঞান, প্রকৃতি শক্তি ও কর্ম্ম। পুরুষে প্রকৃতির শক্তি ও কর্ম্ম প্রতিবিম্বিত হয়। প্রকৃতি জড়, কিন্তু পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া চেতনা-রূপ ধারণ করে। তখন সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয়; জন্ম, জীবন, মৃত্যু, চৈতন্য, অচৈতন্য, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, বুদ্ধ্যনুভূতি, অজ্ঞান, কর্ম্ম, অকর্ম্ম, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি পুরুষ প্রকৃতির প্রভাবে আপনাতে আরোপ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইসব গুণ ও কর্ম্ম প্রকৃতিরই জিনিষ।

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—ইহাদের ফল যথাক্রমে জ্ঞান, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম। এই তিন গুণের সাম্য অবস্থায় সবই শান্ত;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন কর্ম্ম, সৃষ্টি প্রভৃতি কিছুই থাকে না। পুরুষের জ্যোতির্দেহে তখন প্রতিবিম্বিত হইবার মত কিছুই নাই। কিন্তু এই সাম্য ব্যাহত হইলে গুণত্রয় পরস্পর সংঘাত ও দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহা হইতে অবিরাম সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য চলিতে থাকে। ইহার ফলেই জগৎ উৎপত্তি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুরুষ প্রকৃতির এই ব্যাঘাত আপনাতে প্রতিবিম্বিত করিতে অনুমতি প্রদান করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই সৃজনলীলা চলিতে থাকে। পুরুষে তখন প্রকৃতির গুণসমূহ আরোপিত হয়। কিন্তু পুরুষ তাহার অনুমতি প্রত্যাহার করিলে গুণত্রয় আবার সমতা লাভ করে। এবং আত্মা পুনরায় তাঁহার শাশ্বত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রতিবিম্বন ও অনুমতি প্রত্যাহারই পুরুষের একমাত্র কাজ। সে প্রকৃতির কর্ম্মের 'সাক্ষী' ও 'অনুমন্তা' কিন্তু 'ঈশ্বর' নহে। আবার এই অনুমতি প্রদান ও প্রত্যাহার নির্লিপ্ত কর্ম্ম। আত্মা অনাসক্ত ও নির্ব্বিকার। আন্তর ও বাহ্য কোন কর্ম্মই তাহা দ্বারা কৃত নহে। সুতরাং জগৎসৃষ্টির আর একটি কারণ চাই। এই কারণই প্রকৃতি। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইটিই জগৎসৃষ্টির কারণ বা সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। একটি নির্গুণ চেতনা এবং অপরটি গুণময়ী শক্তি। সাংখ্যমতে ব্যক্তি-চেতনা জড় প্রকৃতির অংশসম্ভূত। ইহা বুদ্ধি হইতে সঞ্জাত এবং বুদ্ধি চতুর্বিংশতি তত্ত্বেরই অন্যতম। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই আদি বস্তু। ইহা অপ্রকাশ, অচেতন। ইহা হইতে পঞ্চভূত—ক্ষিত্যপতেজোমরুৎব্যোম্। এই পঞ্চভূত কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের Elements নয়। ইহারা অচেতন শক্তির বা জড় পদার্থের সূক্ষ্ম অবস্থা বিশেষ। সাংখ্য মতে পদার্থ ও শক্তি অভেদ। অবিকৃত অবস্থায় ইহাদের সাক্ষাৎ মেলে না—কিন্তু ইহাদের সংমিশ্রণেই জগৎসৃষ্টি। আবার ইহাদের প্রত্যেকেরই পাঁচটি করিয়া গুণ আছে—রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই শেষোক্ত পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন বস্তুর অনুভূতি লাভ করে। পঞ্চভূত ও পঞ্চেন্দ্রিয়ানুভূতি ইহা লইয়াই বহিঃপ্রকৃতি, জড়জগৎ।

অন্তঃপ্রকৃতি বা মনোজগতে ত্রয়োদশটী তত্ত্ব আছে। বুদ্ধি বা মহৎ, অহঙ্কার, মন, এবং দশটি ইন্দ্রিয়—পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। মনই আদি ইন্দ্রিয়। ইহা পদার্থ অনুভব করে এবং তাহাতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। বাহ্যস্পর্শ মনেরই কর্ম্ম। এই বাহ্যস্পর্শ (পাঁচটি-অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হইয়া থাকে। শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন ও আঘ্রাণ। মহৎ বা বুদ্ধি প্রকৃতির সেই শক্তি যদ্দ্বারা ভেদাভেদ জ্ঞান হয়। ইহা ইংরেজী intelligence ও will উভয়ই। অহংকার ব্যক্তিচেতনা। ইহার দ্বারা পুরুষ প্রকৃতি ও তাহার কর্ম্মকে আপন সত্তা ও কর্ম্ম বলিয়া মনে করে। কিন্তু মনোজগতের এই সব তত্ত্ব জড়জগতেরই অংশ বিশেষ। মনবুদ্ধি অহংকার অতিক্রম করিলে তবেই আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান। (তবেই মুক্তি)।

মনবুদ্ধি অহংকার জড়জগতের অংশ বা জড় পদার্থের গুণ কি করিয়া হইতে পারে এই প্রশ্নের উত্তর অরবিন্দ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নজির হইতে লাভ করেন। একটি পরমাণুর যান্ত্রিক কার্য্যকলাপের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান যে শক্তির সন্ধান পাইয়াছে তাহাকে সে অচেতন ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে চাহে না। অচেতন হইয়াও ইহা বুদ্ধির কার্য্য করিয়া যাইতেছে। অচেতন অরবিন্দেব মতে অবচেতন। বহির্জগতের কার্য্যাবলী এই অবচেতন শক্তিরই কর্ম্ম। বিজ্ঞান তাই চেতন মনকেও অচেতন কর্ম্মের প্রতিলিপিরূপে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু অরবিন্দ মনে করেন আধুনিক বিজ্ঞান অচেতন হইতে চেতনার আবির্ভাবটা সুষ্ঠুরূপে বুঝাইতে পারে নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাংখ্য দর্শন পারিয়াছে। পুরুষের জ্যোতির্দেহে প্রকৃতি ও তাহার কর্ম্ম প্রতিবিম্বিত হইয়া পুরুষের বিভ্রম ঘটায়। প্রকৃতির, অনুভূতি, ইচ্ছা, কর্ম্ম সে আপনার বলিয়া মনে করে। এই ভ্রম বিদূরণই আত্মার মুক্তির প্রথম সোপান।

অরবিন্দ স্বীকার করেন যে জগতে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা সাংখ্য আপন দর্শনের আওতায় আনিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রগুলির সকলেরই সাধারণ উদ্দেশ্য প্রকৃতির প্রভাব হইতে আত্মার মুক্তি। এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে সৃষ্টির সাংখ্য ব্যাখ্যা অন্য যে কোন দর্শনের মতই সমান উপযোগী। তবে প্রথম দৃষ্টিতে সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ বোঝা একটু অসুবিধার ব্যাপার। কিন্তু একেবারে অবোধ্য নয়। সাংখ্য বিশ্লেষণ মূলক দর্শন। জগতে বহু ব্যক্তিত্ব অনস্বীকার্য্য। এক প্রকৃতি-জগৎ—কিন্তু বহু দ্রষ্টা। অহংকার এক—সুতরাং পুরুষ বহু না হইয়া পারে না। বিশ্বসৃষ্টি বা জগৎপ্রবাহ একটি পুরুষ ও একটি প্রকৃতির কর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু বহু চেতনা এক পুরুষে সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া কোন কোন ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হইলেও অন্যের বন্ধন থাকিয়া যায়। পুরুষ এক হইলে একবার তাহার আত্মজ্ঞান, এক স্থানে হইলে এই জ্ঞান সর্ব্বত্র উপলব্ধ হইবে এবং একসঙ্গে সে সর্ব্বত্রই মুক্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং পুরুষের বহুত্ব প্রয়োজন। তবে বৈদান্তিক মায়াবাদে এই সমস্যার সমাধান হয় বটে, কিন্তু তাহাতে জগৎপ্রপঞ্চ এক—ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার পর্য্যবসিত হইয়া যায়। সাংখ্য দর্শন আর একটু বাস্তববাদী।

গীতা সাংখ্যের অন্য সমস্তটুকু গ্রহণ করিয়া এই বহুপুরুষবাদ পরিত্যাগ করে। বেদান্তের সাংখ্যের সঙ্গে বেদান্তের যোগ মিশ্রিত করিয়া ইহা সম্ভব হয়। গীতার পুরুষ কেবল সাক্ষী, অনুমন্তা ও ভর্ত্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে। ইহা উপরন্তু ঈশ্বর, বিভু। এই পুরুষের আনন্দের জন্য প্রকৃতি কর্ম্ম করে। বুদ্ধির কর্ম্ম প্রকৃতির হইলেও তাহার শক্তি আত্মার। পুরুষই জ্ঞাতা, প্রকৃতির কর্ম্মের ও কর্ম্মত্যাগের পরম কারণ। সাংখ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দ্বৈত সৃষ্টির কারণ। গীতার সাংখ্যে পুরুষ তাহার প্রকৃতি, সহায়ে সৃষ্টির একমাত্র কারণ। এই সাংখ্য অদ্বৈত। অবিকার্য্য, জন্ম-মরণ-প্রকাশহীন ব্রহ্ম পুরুষ হইতে বিকার-জন্ম-মৃত্যু-প্রকাশ বিশিষ্ট বহু পুরুষের উদ্ভব গীতা বৈদান্তিক যোগের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। গীতার পুরুষ ত্রিগুণাত্মক। উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে অনেক জায়গায় প্রকৃতি ও দুইটি পুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার একটি প্রকৃতির ভোক্তা, অপরটি এই ভোগের দ্রষ্টা। একজায়গায় ইহাদের এক বৃক্ষে দুইটি পাখীরূপেও কল্পনা করা হইয়াছে। একটি পাখী বৃক্ষে ফল ভক্ষণ করিতেছে (প্রকৃতিতে বিশ্ব ভোক্তা পুরুষ)। অপরটি দেখিতেছি—ইনিই সাক্ষী মাত্র। কিন্তু প্রথম পক্ষীটি এক সময়ে বুঝিতে পারে যে দ্বিতীয় পক্ষীটির মহত্ব তাহারই। তখন সে তাহার ভোজন তাগ করিয়া মুক্ত হয়। ইহা হইতে ইহাই জানিতে হইবে যে দুইটি পুরুষ প্রকৃতপক্ষে একই। দুই অবস্থায় দুই রূপ—মুক্ত ও বদ্ধ। আর মুক্ত অবস্থার স্থির নিশ্চল পুরুষই নিম্নতর সত্তায় অবরোহণ পূর্ব্বক প্রকৃতির বহু জীবত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎপর কোন কোন ব্যক্তিতে জীব বিশেষের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন বা আরোহণ দ্বারা স্বীয় মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

গীতা এই দুইএর সঙ্গে একটি তৃতীয় পুরুষ সংযোজিত করিয়া দেন। ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ—পুরুষোত্তম। বিশ্বসৃষ্টি ইঁহার ঐশ্বর্য্য। ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম। ইহাদের মধ্যে ক্ষরই প্রকৃতি—ইনি পরিবর্ত্তন-শীল। ইনি বহুত্ববিশিষ্ট। প্রকৃতি হইতে ইনি অভিন্ন, প্রকৃতিতে সমাসীন। অক্ষরই সেই এক অনুমন্তা সাক্ষী। প্রকৃতির উর্দ্ধে অবস্থিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর উত্তম ব্রহ্ম ইঁহারই দুই গুণ ক্ষর ও অক্ষর, একত্ব ও বহুত্ব। এক মহান শক্তি বলে ইনি চঞ্চল, কর্ম্মযুক্ত, আর এক মহত্তর শক্তি বলে ইনি সকল কর্ম্মের ঊর্দ্ধে, স্থির, অবিকল্প। আবার পুরুষোত্তমরূপে ইনি প্রকৃতির বন্ধন ও মুক্তির বাহিরে। এই পুরুষোত্তমই পরবর্ত্তী-কালের পুরাণ ও ভক্তিশাস্ত্র সমূহের একমাত্র আরাধ্য দেব।

সুতরাং গীতার মতে ঈশ্বরই তাঁহার আপন প্রকৃতিবলে জীবরূপ পরিগ্রহ করেন। সাংখ্যের প্রকৃতি নিম্নতর প্রকৃতি। ইহা অচেতন। আর একটি উচ্চতর প্রকৃতি আছে যাহা চেতন, জ্ঞানময়। ইহাই জীবাত্মারূপ গ্রহণ করিয়াছে। নিম্নতর প্রকৃতিতে সমস্ত সত্তা অহংকার রূপে প্রতিভাত হয়। উচ্চতর প্রকৃতিতে তাহা স্বতন্ত্র পুরুষরূপ গ্রহণ করে। বহুত্ব একেরই গুণবিশেষ। ভগবান তাই—জীবাত্মাকে মমৈব অংশঃ বলিয়াছেন। ইহা সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, জ্ঞাতা। ইহা নিম্ন প্রকৃতিতে অবরোহণ পূর্ব্বক তাহার ভোগের জন্য নিজেকে বদ্ধ মনে করে; আবার উচ্চ প্রকৃতিতে আরোহণ পূর্ব্বক ত্রিগুণাতীত অবস্থায় পুরুষোত্তমের উপাসনায় তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া আপন শাশ্বত স্বভাব ভোগ করিতে পারে। এই প্রকারে গীতা পুরাতন সাংখ্য ও যোগের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন পূর্ব্বক তাহাদের সমন্বয় সাধন করিয়া সৃষ্টিরহস্যের এক পূর্ণাঙ্গ সমাধান প্রদান করিতে সমর্থ হয়। * তবে পরমাত্মার এই অবরোহণ অবতরণ নহে। পরমাত্মার সর্ব্বশক্তি জগতে মানুষরূপে অবতীর্ণ হইতে পারে। প্রচলিত মতে ইহাকে অবতার বলে। অরবিন্দ অবতারে বিশ্বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণ, যীশু প্রভৃতি তাঁহার মতে অবতার। আমরা এই অবতারতত্ব পরে বিশদভাবে আলোচনা করিব। অরবিন্দ গীতাবিষয়ক প্রবন্ধমালায় এই আলোচনা করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্মশরীর ও পুনর্জন্মবাদ

অরবিন্দ আমাদের শাস্ত্রের সমস্তটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি সূক্ষ্মশরীর ও পুনর্জন্মবাদ পর্য্যন্ত। এইখানে ইউরোপের শিক্ষা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইয়াছে। পুনর্জন্মবাদ ইউরোপ বোঝে না। শরীর বাদদিয়া আত্মা তাহাদের অবোধগম্য তাই সশরীরে স্বর্গলাভ তাহাদের কাম্য। অরবিন্দও এই সশরীরে স্বর্গলাভের আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি শরীরাভ্যন্তরগত সেই "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" কেও দেখিতে পাইয়াছেন। এবং তাহাকেই আমাদের সত্যিকারের আমি বা আত্মারূপেও গ্রহণ করিয়াছেন। মৃত্যুতেও এই আত্মা মরে না। ইহারই বার বার জন্ম হয়। এই আত্মাতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় সংহত থাকে। পুনরায় ইহা হইতেই আবার ইন্দ্রিয়গণ বাহির হইয়া আসে। শরীর তো ইহার বসনের মত। জীর্ণ-বস্ত্রের মতই পুরাতন শরীর ত্যাগ করিয়া জীব নূতন দেহ ধারণ করে। অরবিন্দ গীতার এই শ্লোক কয়টির উপর তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এইগুলি তিনি উদ্ধৃতিস্বরূপ ব্যবহার করিয়া Life Divine এর পুনর্জন্মবাদ অধ্যায় লিখিয়াছেন :

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি,
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

আর—জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ

কিন্তু—ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি—
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।
শুধু—অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্য স্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽ প্রমেয়স্য…

এই সূক্ষ্ম শরীর ইংরাজী Psyche বা Soul. ইহাও সৃষ্ট হয় এবং বিনাশ লাভ করে। ইহার জন্ম জীবনে বা মনুষ্য জীবনে সংঘটিত হইয়া থাকে, ইহার মৃত্যু নির্ব্বাণ বা মুক্তিতে। Keats, Byron, Wordsworth প্রভৃতি কবিরা পৃথিবীকে Vale of Soul-making বলিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দও Psyche এবং তাহার জন্য একটি সূক্ষ্মশরীর পৃথিবীতে তৈরী হয় মনে করেন। ইহা আনন্দের পার্থিব সংস্করণ। মানুষের প্রাণের আনন্দ টুকুর পুষ্পিত অবস্থা হইতে সঞ্জাত। আনন্দের অভিজ্ঞতার মূর্ত্তিমান সঞ্চয়ন। সমস্ত সংস্কার এই সূক্ষ্মশরীরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। জন্মে জন্মে অশুভ সংস্কারগুলি পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে মানুষ মুক্তিলাভ করে। এই সূক্ষ্মশরীর বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে বলিয়াছেন,—

একে একে ফেলে ভার মরণে মরণে
নিয়ে যাই তোমার চরণে—
দুখানি সবল হস্ত সেবায় স্বাধীন
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিলীন।

কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবিত শ্রীঅরবিন্দ দেহাবসান সহ্য করিতে পারিলেও সূক্ষ্মশরীরের অবসান পছন্দ করেন না। দেহ গেলে নূতন দেহ আসিবে। আর নূতন নূতন দেহে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে এক দেহে মানুষ Gnostic Beingএ রূপান্তরিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া যাইবে। সেই দেহেই তাহার "পার্থিব অমরতা" লাভ হইবে। সে ব্যক্তিবিশেষ থাকিয়াও ঈশ্বর সংযোগ বা ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করিবে। দেহীর যাহা চরমতম আকাঙ্খা, দেহও থাকিবে আবার বিদেহী আনন্দও বাদ পড়িবে না। ইহাই অরবিন্দ দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

এই সূক্ষ্মশরীরের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ নানাজগতের, different planes of existence এর, অস্তিত্বও স্বীকার করেন। জীবাত্মা এই সব জগতেও অবস্থান ও বিচরণ করিতে পারে। আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া জীবভাবও প্রাপ্ত হইতে পারে। এই মত কেবল বিচার দ্বারা প্রতিষ্ঠা না করিয়া ইহাকে তিনি আধ্যাত্মিক অনুভূতি দ্বারা লব্ধ সত্যও বলিয়াছেন। ভারতীয় দর্শন মাত্রের মধ্যেই এ সত্য অবিসংবাদিত।

শ্রীঅরবিন্দ ও মায়াবাদ

শ্রীঅরবিন্দ মায়াবাদ খণ্ডন করিতে পারিয়াছেন কিনা ইহা লইয়া প্রচুর বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। যুক্তির দ্বারা সুস্পষ্ট অভিমত প্রতিষ্ঠিত করা এ ব্যাপারে এক রকম অসম্ভব। শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে মায়াবাদ অতি উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক সত্য, কিন্তু ইহা আধ্যাত্মিক সত্যের শেষ কথা নহে। ইহার পরও আছে। সেখানে 'জগন্মিথ্যা' নয়, জগত ও সত্য। বেদান্তের 'ইহাও ব্রহ্ম' কথাটির দুই অর্থ অনুযায়ী দুই রকম মায়াবাদ সম্ভব। এক রকম ইহা ফাঁকি শূন্য। আর এক রকম ইহা ছদ্মবেশী ব্রহ্ম। অরবিন্দ দ্বিতীয় প্রকার মায়াবাদকে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে ইহার নাম মায়াবাদ না দিয়া ঐ নামটী প্রথম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকার মায়াবাদের জন্যই রাখিয়াছেন। এদেশের শঙ্করোত্তর বহু সাধক এই দ্বিতীয় অর্থেই মায়াবাদকে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও এই দ্বিতীয় অর্থেই মায়াবাদ বুঝিতেন। এই প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক সত্যের মাপকাঠি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা কয়টিই স্মরণ করি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, সাধনার প্রথম দিকে এই সংসার 'ধোকার টাটি' মনে হয়, কিন্তু শেষের দিকে আবার ইহাকে 'দুধের বাটি' বলিয়াই বোঝা যায়। তিনি এ সম্বন্ধে একটি গান (রামপ্রসাদের) উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, 'এই সংসার ধোকার টাটি ?'

ওরে বস্তি নেইকো বুদ্ধি, বুঝিস কেবল মোটামুটি।
জনকরাজা মহাতেজা তার কিসে ছিল ত্রুটি ?
সে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।'

সাধনারম্ভে যা মায়ার ফাঁদ, সাধনা শেষে তা লীলার রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগৎ বাদ দেওয়া ব্রহ্মকে খোলা ও বীচি বাদ দেওয়া বেলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এক জায়গায় 'ল্যাজামুড়োবাদ' দেওয়া মাছের সঙ্গেও তুলনা করিয়াছেন। খোলা ও বীচি এবং বেলের শাঁস যেমন এক বস্তু ব্রহ্ম ও জগৎ তেমনি এক বস্তু। আর ব্রহ্ম ও অবতারে এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইয়াছে। বেলের খোসা ও বীচির মত অবতার ভিন্নধর্ম্মী বলিয়াও মনে হয় না। জল আর বরফের মত ব্রহ্ম ও অবতার এক ধর্ম্মী। তিনি বলিয়াছেন, "অবতার কি ? যেন সচ্চিদানন্দ সাগরের খানিকটা জমে গিয়ে(বরফ হয়ে) ধরবার ছোঁবার মত হল। আবার গলে গেলে যে জল সেইজল।" আমার মনে হয় অরবিন্দ এই অর্থেই জগৎকেও সত্য বলিয়াছেন।

আর মায়াবাদ সে তো একটা সাধনার স্তর। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন "বেদান্ত পড়িলে কি হয় ? ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই জ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলেই হল।" আর এই জ্ঞান মানে লজিকের জ্ঞান নয়। আন্তরিক পরিবর্ত্তন। তাই তিনি আপত্তি করিতেন "মুখে বলে ব্রহ্ম সত্য, ভেতরে কিন্তু জগৎকেই খাঁটি সত্য বলে জেনে রেখে দিয়েছে।" শ্রীঅরবিন্দ যাহাকে vital attachment বলিয়াছেন, মায়াবাদ তাহারই ঔষধ, love এর নহে। প্রেমের জন্য সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। আর শ্রীঅরবিন্দ Logic of the Infinite, integral knowledge প্রভৃতি যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে বুদ্ধির ব্রহ্মবস্তু বুঝিতে অক্ষমতা নির্দেশ করা। সব বুদ্ধির নয়, কেবল সাধারণ বুদ্ধির। শ্রীরামকৃষ্ণের 'শুদ্ধ বুদ্ধি' ও অরবিন্দের Supermind এক এবং এই বুদ্ধিই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। আমার মনে হয় শ্রীঅরবিন্দ বৈদান্তিক 'সন্ন্যাসীর প্রত্যাখ্যান' লিখিবার সময় বৈদান্তিক রাজর্ষি জনকের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই গৃহীর নিকট শুকদেবাদি সন্ন্যাসীরাও বেদান্ত শিক্ষা করিতে যাইতেন।

মায়াবাদে আপত্তি করিলেও শ্রীঅরবিন্দ মায়াকে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মহাশক্তি নিম্নলোকে আপন যোগমায়াসমাবৃতা হইয়াই কাজ করেন—veiled in her own Yogamaya. এই যোগমায়া কি তাহা তিনি জ্ঞানের আত্মসংকোচনের শক্তি Power of knowledge to withhold itself, Power of self-limitation বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন শাস্ত্রীয় যোগমায়া আর কিইবা হইতে পারে ?

শ্রীঅরবিন্দের লীলাবাদ এদেশের এক প্রাচীন মত। খেলার নিয়ম আছেই। রাজপুত্রকেও এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে' তাই ' 'ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিষ্ণুর বরাহ অবতারের কথা বলিয়াছেন। ঠাকুর শূকররূপে বেশ আনন্দে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছেন। দেবতারা ওদিকে স্বর্গে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। বিষ্ণুর প্রত্যাবর্ত্তনের কি হইবে? তখন শিবকে প্রেরণ করা হইল দূত হিসাবে। শিব আসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, 'বিষ্ণুলোক খালি; তোমার কাজ তো হইয়া গিয়াছে, এবার ফিরিয়া চল।' উত্তরে বরাহ মনের আনন্দে বাচ্চাকাচ্চাদের লইয়া খেলিতে লাগিল। তখন চটিয়া গিয়া শিব ত্রিশূলাঘাতে সেই বরাহের শরীর বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন তারপর সেই বিদীর্ণ দেহ হইতে নির্গত হইয়া হাস্যমুখ নারায়ণ বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শূকররূপ পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নারায়ণ শূকর মনোবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের নিয়মে নিজেই বাঁধা পড়িয়াছিলেন। মায়া এই লীলার নিয়ম। তাঁহার সৃষ্টি। এই মায়ার আবার প্রকারভেদ আছে। বিদ্যা মায়া ও অবিদ্যা মায়া। 'অবিদ্যা' অনাদি। জগত যে অর্থে অনাদি অবিদ্যাও সেই অর্থেই অনাদি। নির্ব্বিশেষে অনাদি অনন্ত শুধু ব্রহ্ম।

আমার মনে হয় শ্রীঅরবিন্দের আপত্তি মায়া বা মায়াবাদে নহে তাঁহার আপত্তি জগতকে উপেক্ষায়, অস্বীকারে। 'সন্ন্যাসের আদর্শে, শঙ্করে। বেদান্তের রাজর্ষির আদর্শই তাঁহার আদর্শ। ভারতের শাশ্বত সাধনার ধারাই তিনি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের শাশ্বত জ্ঞানই তিনি লাভ করিয়াছিলেন। লীলারসমুগ্ধ অরবিন্দ শুষ্ক সন্ন্যাস সহ্য করিতে পারেন নাই। শুষ্ক সন্ন্যাস প্রকৃত সাধকের কাছে কখনও প্রীতিপদ হয় না।' শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাই বলিতেন "মা আমি শুটকে সাধু হব না।" অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সন্ন্যাসী—শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত তোতাপুরী মহারাজ কর্ত্তৃক সন্ন্যাসদীক্ষাপ্রদত্ত। আর নীরস ত্যাগের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো সর্ব্বজনবিদিত। সন্ন্যাসীর, সম্ভবতঃ বুদ্ধের গৃহত্যাগকেই কটাক্ষ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন (যদিও বুদ্ধের ওপর তাঁহার অসীম ভক্তি)।

কহিলা গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী,
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে ?"
দেবতা কহিলা, "আমি !" শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, "কে তোরা, ওরে মায়ার ছলনা।"
দেবতা কহিলা, "আমি !" কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, "তুমি কোথা, প্রভু।"
দেবতা কহিলা, "হেথা" শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি,
দেবতা কহিলা "ফির।" শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায় !"

—চৈতালি—

কবিমন সংসারের রসকে উপেক্ষা করিতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দও কবি ছিলেন। সংসারকে মিথ্যা বলিতে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া য়ুরোপের Pantheism—সর্ব্বেশ্বরবাদও গভীরভাবে তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছে। Wordsworth এর কবিতা যে পড়িয়াছে এ প্রভাব একেবারে ঠেলিয়া ফেলা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইভলিউসান ও ইন্‌ভলিউসান

পুরুষের এই অবরোহণ ও আরোহণ অরবিন্দের মনে ইভলিউসানের এক নূতন ব্যাখ্যা আনিয়া দেয়। জড় হইতে চেতনার উৎপত্তি কি করিয়া সম্ভব হয় ইহার উত্তর তিনি গীতার পুরুষবাদ হইতে গ্রহণ করেন। জড় হইতে চেতনা উৎপন্ন হয় এই জন্য যে পূর্ব্বে চেতনাই জড়ে পরিণত হইয়াছিল। অরবিন্দ ইভলিউসানের পূর্ব্বে ইন্‌ভলিউসান ধরিয়া লইলেন। জগৎপ্রবাহের দুইটি ধারা একটিতে সচ্চিদানন্দ ধীরে ধীরে বা ধাপে ধাপে জড়ত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জড়ে প্রবিষ্ট হন, আর অপরটিতে জড়পদার্থ হইতে ধীরে ধীরে বা ধাপে ধাপে প্রাণ, চেতনা, মন প্রভৃতি বাহির হইয়া সেই সচ্চিদানন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করে। আর "এই মতো চলে চিরকাল গো, শুধু যাওয়া, শুধু আসা।,"

যোগশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অরবিন্দ মানসিক পরিণতির স্তরগুলি ঐ শাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই মানসিক পরিণতির শেষ অবস্থাকে 'সৎ' (Existence), তাহার পূর্ব্বাবস্থাকে 'চিৎ' (Consciousness-Force) ও তৎ-পূর্ব্বাবস্থাকে 'আনন্দ' (Bliss) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা সমূহের নাম গ্রহণ করিয়াছেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে—জড় (Matter), প্রাণ (Life), সূক্ষ্মশরীর (Psyche), মন (Mind) ও অতিমন (Supermind), সুতরাং অরবিন্দের ইভলিউসান শৃঙ্খল এইরূপ দাঁড়ায়—জড়, প্রাণ, সূক্ষ্মশরীর, মন, অতিমন, আনন্দ, চিৎ, সৎ। আর ইন্‌ভলিউসান—সৎ, চিৎ, আনন্দ, অতিমন, মন, সূক্ষ্মশরীর, প্রাণ, জড়। (Existence, Consciousuess Force, Bliss, Supermind, Mind, Psyche (or Soul), Life, Matter).

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তু ও শক্তি

অরবিন্দের পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহার দর্শনের আর একটি মূলনীতি গঠন করিয়া দিয়াছে। সেটি তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি মায়াবাদ সহ্য করিতে পারেন না। কোন ইউরোপীয়ই পারে না। ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিকতা তাঁহার বাস্তববোধকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে না। সেই জন্য সে সশরীরে পুনরুত্থান ও স্বর্গবাস কল্পনা করে। পৃথিবীকে স্বর্গ করিতে চায়। শক্তির সহিত বস্তুকেও সত্য বলিয়া মনে করে। সত্য বটে কোন কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বস্তুকে শক্তির অবস্থা বিশেষ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, এবং ইউরোপীয় মনে তাহা বিশেষ উৎসাহের সঞ্চারও করে নাই। Electron ও Proton যে শুধু energy এ মত প্রমাণিত হয় নাই। ইহারা সম্ভবতঃ matter charged with energy, শক্তিযুক্ত বস্তু। অরবিন্দও তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টিতে বস্তু ও জড়কে সমান সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মায়াবাদী নহেন। তবে পাশ্চাত্যের নগ্ন বস্তুতান্ত্রিকতাও তাঁহার মধ্যে নাই। তিনি সত্যকে অর্দ্ধ-বস্তু অর্দ্ধ-শক্তি রূপে কল্পনা করিয়াছেন। Hegel এর মত অরবিন্দও মনে করেন যে শেষ পর্য্যন্ত Absolute Reality চিৎ-রূপী হইলে তাহাই জড়জগৎ ও ব্যক্তিচেতনা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহা তাঁহার চৈতন্যকে আত্মচৈতন্য বা ব্যক্তিচৈতন্যরূপে ভোগ করিবার জন্যই হইয়াছে। চিন্তার একটি বিষয়বস্তু প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরের বেলায় এই বিষয়-বস্তু বাহির হইতে আসেনা। সুতরাং তাঁহার মধ্যেই তাঁহার চিন্তার বস্তু রহিয়াছে। অর্থাৎ তিনিই তাঁহার চিন্তার বস্তু হইয়াছেন।

অরবিন্দ বস্তুকে জড়পদার্থরূপেই দেখিয়াছেন। তবে তাহার মধ্যে সচ্চিদানন্দের শক্তি অবরোহণপূর্ব্বক সুপ্ত হইয়া আছে। বস্তুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে যদি সুপ্ত চেতনা না থাকিত তবে বস্তু হইতে চেতনা উদ্ভূত হইতে পারিত না। সেইরূপ বস্তুর মধ্যেই প্রাণ, মন প্রভৃতি ছিল। বস্তু হইতে তাহাদেরও উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই ইভলিউশানে বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তিই নব নব রূপে বিকশিত হইতেছে। বস্তু কিন্তু বস্তুই থাকিয়া যাইতেছে। বস্তুর সত্তার লাঘব হইতেছে না। বস্তু শক্তির মতই সত্য। তবে সৃষ্টিতে বস্তু শক্তিকে জড়াইয়া রাখে। ইহা কোষস্বরূপ। সচ্চিদানন্দ কয়েকটি পোষাকের মত অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় প্রভৃতি কোষে আবদ্ধ হইয়া ব্যক্তিরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে অরবিন্দের এই বস্তু সাংখ্যের প্রকৃতি নহে। তাঁহার প্রকৃতি গীতার প্রকৃতি। পুরুষের শক্তিই প্রকৃতি। এই শক্তি ও পুরুষ অভেদ। রামপ্রসাদ তাই বলিয়াছিলেন, "আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সার করেছি।" শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, "জল হেললে দুললেও জল, স্থির থাকলেও জল। ব্রহ্ম স্থির থাকলে পুরুষ, চঞ্চল হলে প্রকৃতি বা শক্তি। কিন্তু উভয়েই এক বস্তু।"

তবে আদিতে জড়বস্তু ও চিৎ বস্তু একই। অরবিন্দ জড়, প্রাণ, চেতনা, মন, অতিমন, আনন্দ, চিৎ ও সৎকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। ইহারা জগতের দুইটি গোলার্দ্ধে অবস্থিত। নিম্ন গোলার্দ্ধে প্রথম চারিটি, উচ্চ গোলার্দ্ধে শেষের চারিটি। এই দুই গোলার্দ্ধের মধ্যে একটি অতি সূক্ষ্ম পর্দ্দা আড়াল করিয়া আছে। এই আড়ালের জন্যই এদেশ, সে দেশ পার্থক্য। এই সূক্ষ্ম পর্দ্দাটি ভেদ করিলে এই পার্থক্য ঘুচিয়া যায়। তখন দেখা যায় সৎ ও জড়, চিৎ ও প্রাণ, আনন্দ ও চেতনা, এবং মন ও অতিমন এক—এক না হইলেও সমধর্ম্মী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিমানব বা Superman

সৃষ্টি-ধারা Evolution রূপে দেখিয়া অরবিন্দ evolution ও তাহার ভবিষ্যৎ লইয়া পড়িলেন। অমনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের Superman তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। প্রাচ্য ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসীর দৃষ্টি দিয়া তিনি দেখিলেন মানুষ অন্য কোন জীবভাব ব্যতিরেকেই ঈশ্বরবিলয় বা নির্ব্বাণ বা মুক্তিলাভ করিতে পারে। সুতরাং বানরের পরে যেমন মানুষ, মানুষের পরে সেইরূপ কোন প্রাণী সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। ইভলিউসান এখন মনোরাজ্যের ব্যপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মনোরাজ্যে ইহার পরে যে সব উন্নতি হইলে মানুষ ঈশ্বরত্ব (দেবত্ব) লাভ করিতে পারে তাহার জন্য তাহার দৈহিক বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। দৈহিক পরিবর্ত্তনের কাজটা মানুষ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির দ্বারাই সারিয়া লইয়াছে। সুতরাং একমাত্র মানসিক পরিবর্ত্তনই প্রয়োজন। সুতরাং অতিমানব আকৃতিতে মানবই থাকিতে পারে। আর তাহা হইলে থাকিবেও, কারণ বিশেষভাবে অনুভূত প্রয়োজন ছাড়া দৈহিক পরিবর্ত্তন তো হইবার নহে। অতএব অরবিন্দ মানুষের মানসিক পরিবর্ত্তন লইয়া পড়িলেন। সামান্য চিন্তা করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এইরূপ পরিবর্ত্তন ইতিমধ্যেই বহু মনুষ্যে হইয়া গিয়াছে। ভারতের সিদ্ধ যোগীরাই এই সব অতিমানব। একটি দুইটির বদলে যেদিন বহু সংখ্যক লোক এইরূপ যোগী হইয়া যাইবে এবং তাহাদের একটি সমাজ সৃষ্টি হইবে সেইদিন পৃথিবীতে জাতি হিসাবে অতিমানুষের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং অরবিন্দ যোগসাধনা আরম্ভ করিলেন এবং পণ্ডিচেরীতে আশ্রম করিয়া যোগীগোষ্ঠী সংগঠনে সচেষ্ট হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিমন বা ঋতচিৎ

অতিমানবের মত অতিমন অরবিন্দ দর্শনের একটি প্রধান তত্ত্ব। ইহার চতুর্দ্দিকে দুর্জ্ঞেয়তার এমন একটি বেড়া রচিত হইয়াছে যে তাহা ভেদ করিয়া সত্য বাহির করা এক সুকঠিন ব্যাপার। এই দুর্জ্ঞেয়তার কারণ অরবিন্দের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। অতিমানবকে যেমন সর্ব্বজ্ঞ ঋষি বলিলে আমাদের বুঝিতে সুবিধা হয়, অতি-মনকেও তেমনি ঋষিমন বলিলে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন 'শুদ্ধমন।' গীতায় মনের যে সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী, অনাসক্ত, নির্ব্বিকার অবস্থা যোগদ্বারা লভ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, অরবিন্দের অতিমন তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। অতিমনও মনই, তবে সাধনাপ্রভাবে এই মনের ভিন্ন অবস্থা, ভিন্ন ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক শিষ্যের নিকট এক ব্যক্তি একবার বলিয়া-ছিলেন "আমার তো মনে হয়নি মহারাজ!" তিনি হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন "তোর আবার মন কি, তোর তো ছটাক।" এই মণ ও ছটাকের পার্থক্যটাই ঠিক অতিমন ও মনের পার্থক্য। মনের গভীরে যে অনেক মণিরত্ন পাওয়া যায় তাহাই আমাদের সাধকদের চিরবিশ্বাস। রামপ্রসাদ তাই বলিতেন, 'আপনাতে মন আপনি থাকিস, যাসনিকো মন কারো দ্বারে, যা চাবি তা আপনি পাবি খুঁজলে নিজ অন্তঃপুরে।" অবশ্য এই মনের গহ্বরে শ্বাপদ আপদেরও অন্ত নাই। "বিবেক হলুদ গায়ে মেখে কামাদি কুম্ভীরের" হাত থেকে রক্ষা পাইবার বিধানও রামপ্রাসাদ দিয়াছেন। তবে সব চেয়ে পরিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মনের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন যোগ। যোগের ষট্‌চক্রভেদ এ বিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতুলনীয়। বহু সাধকের জীবনের সাধনার দ্বারা প্রাপ্ত এই সত্য। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা। এই ষটপদ্ম। মেরুদণ্ডের মধ্যে ইহাদের অবস্থান। ইহারা এক একটি স্থানের নাম মাত্র। মেরুদণ্ডের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ আছে। উহা সর্ব্বনিম্ন হাড়খানি হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে মস্তক পর্য্যন্ত গিয়াছে। উহার বৈজ্ঞানিক নাম Canal centralis. উহার দৈহিক কোন প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। নিম্নতম হাড়খানিতে আসিয়া এই সুড়ঙ্গ শেষ হইয়াছে। এই শেষটাই কুণ্ডলিনীর অবস্থান। উহার গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূমধ্য-বিন্দুর সহিত সম উচ্চতা সম্পন্ন বিন্দুগুলিরই নাম যথাক্রমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। মন প্রথমতঃ মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানেই থাকে। তখন অবশ্য এই সব মন ছটাকের মতই। তারপর সাধনার বলে এক এক ধাপ উঠিতে থাকে এবং এই ধাপে ধাপে উথানের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন অনুভূতি আসে। প্রথম "তিনভূমি ছাড়িয়ে যদি হৃদয়ে ওঠে তো তখন তার জ্যোতিঃ দর্শন হয়। হৃদয় ছাড়িয়ে যদি কারো মন কণ্ঠে উঠে তো সে ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কোন কথা কহিতে পারে না। তারপর কণ্ঠ ছাড়িয়ে যদি কারো মন ভ্রূমধ্যে উঠে তো তার আর পড়িবার ভয় নাই, তখন পরমাত্মার দর্শন হয় ও নিরন্তর সমাধিস্থ থাকে। এখানটার আর সহস্রারের মধ্যে একটা কাঁচের মত স্বচ্ছ পর্দ্দামাত্র আড়াল আছে। তখন পরমাত্মা এত নিকটে যে মনে হয় তাতে মিশে গেছে। কিন্তু তখনও হয়নি। এখান থেকে মন যদি নামে তো কণ্ঠ বা হৃদয় পর্য্যন্ত নামে—তার নীচে আর নামতে পারে না। জীবকোটিরা এখান থেকে আর নামে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একুশ দিন নিরন্তর সমাধিতে থাকার পর ঐ আড়ালটা বা পর্দ্দাটা ভেদ হয়ে যায় আর তাঁর সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। সহস্রারে পরমাত্মার সহিত একেবারে মেশামেশি হয়ে যাওয়াই সপ্তমভূমিতে ওঠা।" (বেদান্তের সপ্তভূমি ও প্রত্যেক ভূমিলব্ধ আধ্যাত্মিক দর্শন সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা। স্বামী সারদানন্দ প্রণীত লীলাপ্রসঙ্গ ৩য় খণ্ড পৃঃ ৭৩-৭৪)

মনের এই উত্থানকে কুণ্ডলিনী শক্তির উত্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। কুণ্ডলিনী মূলাধারে অবস্থান করেন তারপর সাধনার দ্বারা জাগ্রত হইয়া উর্ধ্বগামিনী হন। ইনি বিভিন্ন চক্রে গমন করিলে মনে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়। কুণ্ডলিনী সহস্রারে উত্থিত হইলে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। কুণ্ডলিনীর এই উত্থানকেই ষট্‌চক্রভেদ বলে।

জীবের জন্মজন্মান্তরে যত মানসিক পরিবর্ত্তন বা ভাব উপস্থিত হয় তাহাদের সূক্ষ্ম শারীরিক প্রতিকৃতি অবলম্বনে অবস্থিতা মহা-ওজস্বিনী প্রেরণা শক্তিকেই পতঞ্জলি প্রমুখ ঋষিগণ কুণ্ডলিনী আখ্যা দিয়াছেন। বদ্ধজীবে উহা সম্পূর্ণ সুপ্ত বা অপ্রকাশিত থাকে। উহার সুপ্তাবস্থাতেই জীবের কল্পনা, স্মৃতি প্রভৃতি বৃত্তির উদয় হয়। কুণ্ডলিনী সম্পূর্ণ প্রকাশাবস্থা প্রাপ্ত বা জাগ্রত হইলে জীবকে পূর্ণ জ্ঞানালাভে প্রেরণ করিয়া শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার করাইয়া দেয়।

"মস্তিষ্ক মধ্যস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ অবকাশ বা আকাশে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপা পরমাত্মার বা শ্রীভগবানের জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান। তাঁহার প্রতি পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডলীশক্তির বিশেষ অনুরাগ অথবা শ্রীভগবান্ তাহাকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু জাগরিতা না থাকায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুণ্ডলীশক্তির সে আকর্ষণ অনুভূত হইতেছে না। জাগরিতা হইবা মাত্র উহা শ্রীভগবানের ঐ আকর্ষণ অনুভব করিবে এবং তাঁহার নিকটস্থ হইবে। ঐরূপে কুণ্ডলীর শ্রীভগবানের নিকটস্থ হইবার পথও আমাদের প্রত্যেকের শরীরে বর্ত্তমান। মস্তিষ্ক হইতে আরব্ধ হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া বরাবর ঐ পথ মেরুদণ্ডের মূলে 'মূলাধার' নামক মেরুচক্র পর্য্যন্ত আসিয়াছে। ঐ পথই যোগশাস্ত্র কথিত সুষুম্নাবর্ত্ম। পাশ্চাত্য শরীর তত্ত্ববিদ্যা ঐ পথকেই canal centralis (মধ্যপথ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, কিন্তু উহার কোনরূপ আবশ্যকতা বা কার্য্যকারিতা এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই। ঐ পথ দিয়াই কুণ্ডলী পূর্ব্বে পরমাত্মা হইতে বিযুক্ত হইয়া মস্তিষ্ক হইতে মেরুচক্রে বা মূলাধারে আসিয়া নিদ্রিতা হইয়াছে। আবার ঐ পথ দিয়াই উহা মেরুদণ্ড মধ্যে ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছয়টি চক্র ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া পরিশেষে মস্তিষ্কে আসিয়া উপনীত হয়। কুণ্ডলী জাগরিতা হইয়া এক চক্র হইতে অন্যচক্রে যেমনি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনি জীবের এক এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব উপলব্ধি হইতে থাকে; এবং ঐ প্রকার যখনই উহা মস্তিষ্কে উপনীত হয়, তখনি জীবের ধর্ম্মবিজ্ঞানের চরমোপলব্ধি বা অদ্বৈতজ্ঞানে "কারণং কারণানাং" পরমাত্মার সহিত তন্ময়ত্ব আসে। তখনই জীবের ভাবেরও চরমোপলব্ধি হয় বা সে মহাভাব অবলম্বনে অপর সকল ভাব মানবমনে সর্ব্বক্ষণ উদিত হইতেছে সেই 'ভাবাতীত ভাবে' তন্ময় হইয়া অবস্থান করা রূপ অবস্থা আসে।"

জীব সাধারণের মন লিঙ্গ ও গুহে অধিষ্ঠিত। যোগসাধনার প্রথম সোপানে এই মনকে নাভিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। তৎপর ইহা উঠিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়। হৃদয় কণ্ঠে, কণ্ঠ হইতে হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রূমধ্যে এবং তথা হইতে মস্তকে এই মনের গতি। বহু সাধনায় এই গতি সম্ভবপর হয়। তবে সকলের হয় না। গীতার কথায় সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কদাচিৎ একজন ইহার জন্য চেষ্টা করে, আবার সহস্র সহস্র চেষ্টাকারীর মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধ হয়। তবে সাধারণ মানুষের মন মস্তকে সহস্রারে উঠিয়া আর নামিতে পারে না। ওখানে সমাধির সঙ্গে তাহাদের মহাসমাধি বা মৃত্যু হইয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত ঈশ্বরকোটি পুরুষদেরই মাত্র ষট্চক্র ভেদ হয়, আর তাঁহাদের অভিজ্ঞতা নজীর হইয়া উত্তর সাধকদের জন্য রক্ষিত হয়। কিন্তু জীবের পক্ষে ইহার সবটুকু আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। শাস্ত্রের সত্যতা প্রমাণ করিতেই এই সব লোকোত্তর মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ গীতার ভূমিকায় এই কথা বলিয়াছেন। অবতার কেবল 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'ই আসিয়া থাকেন এমন নহে। বুদ্ধও খৃষ্ট এ দুইটি কাজ করেন নাই। তবে ইঁহারা এবং এবম্বিধ অন্যান্য অবতারগণ ঈশ্বরের ধর্ম্মস্থাপন ও প্রচারের জন্য, আপনি আচরি ধর্ম্ম পরকে শিখাইবার জন্যই আসিয়া থাকেন।

পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে শিক্ষিত মনে এই সব চক্র ইত্যাদি এক দুর্ব্বোধ্য কুসংস্কার বলিয়া বোধ হইতে পারে। সম্ভবতঃ এই ধারণা হইতেই অরবিন্দ যোগের এই সব নামকরণ পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের আধুনিকরুচিসম্মত নামকরণ করেন। এমন কি তিনি সাধনোন্নত মনকে আর মন বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে রাজী হন না। তন্ত্রও অবশ্য করে নাই। মনকে স্থির করিয়া কুণ্ডলিনীকে বাহির করিয়া আনিয়াছে। এই কুণ্ডলিনী পরে সব কিছু করিয়াছেন। কুণ্ডলিনীর সঙ্গে সঙ্গে মন ভ্রূমধ্যগত দ্বিদল পদ্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্য্যন্ত যাইতে পারে কিন্তু তাহার পরে আর পারে না। সেই পদ্ম আকাশ—"আর সে আকাশ পার হইলে সকলি আকাশ" (রামপ্রসাদ) অর্থাৎ মনের অগোচরে অখণ্ড নামরূপহীন। সেখানে এক অস্তি মাত্র বোধ। অরবিন্দ যাহাকে বলিয়াছেন Pure Existence বা সৎ।

তন্ত্রসাধক যেমন মনের এই গতিকে কুণ্ডলিনী উত্থানরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ভক্তিসাধক রামপ্রসাদ তেমন ইহাকে কালী বলে ডুব দেওয়াও বলিয়াছেন। 'ডুব দেরে মন কালী বলে।' সাধানালব্ধ নূতন অভিজ্ঞতাকে আবার সোনার ফসল বলিয়া সাধনাকে কৃষিকাজ রূপেও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'মনরে তুমি কৃষিকাজ জানোনা, এমন মানব জমি রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা।' সুতরাং দেখা যাইতেছে তন্ত্র, ভক্তি প্রভৃতি শাস্ত্রের মত আধুনিক বিজ্ঞানের conscious (চেতন) ও sub-conscious (অবচেতন) মন ছাড়া আর কিছুই নহে। সমগ্র মনটিকে যদি একটি জলস্তম্ভরূপে কল্পনা করা যায় তবে তাহার উপরিভাগ চেতন মন আর নিম্নভাগ অবচেতন। এই চেতন মন শুধু surface টুকুই। ওই surface-এই আমাদের সমস্ত পার্থিবজ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি, সব কিছু। মন কিন্তু একেবারে সমুদ্রের মতন গভীর। উপরে বিরাট ঝড় বহিলেও নীচে শান্তি বিরাজ করে। এই শান্ত মনই সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের আধার। অপর সমস্ত সাধকের মত অরবিন্দও এই অবচেতন মনকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে তিনি ইহার বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। এই নামকরণ হইতে তাই বলিয়া তাহাদের পৃথক সত্তার প্রমাণ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কেবল যে অবচেতন মন বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে। তাহারাও ইহার নানারূপ অবস্থার খবর পাইয়াছেন। একটি অবস্থার নাম intuition. এই intuition লাভ করিতে মনকে ছটাক আকার ছাড়িয়া মণ হইতে হয়। তখন সব মনে 'আসে' 'হয়' 'লয়' (শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়)। বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার দরকার হয় না। এই intuition সম্বন্ধে Bergson প্রভৃতির আলোচনা সুপরিচিত। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অবচেতন মনের একত্বও অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন। বাহিরে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মন। এই বিভিন্নতাটুকু শুধু উপরের ব্যাপার—surface difference-তলদেশে সকল মন এক। বিখ্যাত কবি, দার্শনিক ও মনস্বী Matthew Arnold একটি চমৎকার উপমার সাহায্যে এই জিনিষটি বুঝাইয়াছেন।—

Yea, in the sea of life enisled,
With echoing straits between us thrown,
Dotting the shoreless watery wild,
We mortal millions live alone.

একই সাগরের বুকে অনেক দ্বীপ, দুই দ্বীপের মধ্যে বিরাট জলরাশি। কিন্তু সাগরের তলে মাটিতে তাহারা এক। দুইজন মানুষের মধ্যেও এত প্রভেদ। কিন্তু অবচেতন মনে তাহারা একত্রে মিলিত। বিশ্বের সেই মনের সাগরকে Emerson এর ভাষায় বলা যায় Oversoul, অরবিন্দের ভাষায় Overmind.

সুতরাং দেখা যাইতেছে অরবিন্দের যৌগিক পরিভাষার মধ্যে অপরিচিত বা অবোধ্য কিছু নাই। এমন কি তাহার নামকরণের মধ্যেও কোন হেঁয়ালির স্থান নাই। বিশ্লেষণ দক্ষ অরবিন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণ মনের কার্যাবলী লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে 'মন জ্ঞানের (Knowledge) বা সর্ব্বজ্ঞতার (Omniscience) এর যন্ত্র নয়। ইহা জ্ঞানান্বেষণের যন্ত্র মাত্র। জ্ঞানের যে সামান্য অংশটুকু ব্যবহারিক প্রয়োজন 'মিটাইবার নিমিত্ত আপেক্ষিক চিন্তা দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব মন মাত্র তাহাই করিতে পারে। জাগতিক সত্যের কোন কোন অংশকে বিশেষ বিশেষ বস্তুর সম্বন্ধে প্রয়োগ ও প্রকাশ মন করিতে পারে। কিন্তু মন জগতের সত্তাকে পরিচালিত করে না বা তাহাকে জানেও না। সুতরাং সে ইহার স্রষ্টাও হ ইতে পারেনা।" (L. D. I 178—79) দেখা যাইতেছে যে মনের দুইটি দোষ সে আপেক্ষিক চিন্তা বা Relative thinking করে, আর এই চিন্তা করে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে। সুতরাং ব্যবহারের ঊর্দ্ধে নিরপেক্ষ জ্ঞান মন লাভ করিতে পারে না। যে শক্তি বা যে অবস্থায় মন এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারে অরবিন্দ তাহার নাম দিলেন Supermind বা অতিমন (শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধমন)। ইহার জন্য তিনি ঋগ্বেদ হইতে ও একটি নাম সংগ্রহ করিলেন ঋতচিৎ—সত্যং ঋতং ও বৃহৎ এই তিনের জ্ঞান। বৃহৎ-এরএই জ্ঞান। ক্ষুদ্র মনুষ্যের নহে। তবে মানুষও বৃহৎ। রামকৃষ্ণদেব সহজ করিয়া বলিতেন, ছোট আমি আর বড় আমি। এই বড় আমিই সেই বৃহৎ। সুতরাং বৃহৎ এর মনই ঋতচিৎ বা Supermind. ইহা বিশ্বমনকেও অতিক্রম করিয়া লাভ করিতে হয়। বিশ্বমন বা Overmind এ সাধক তখন পৌছায় যখন সে অন্যের মনের চিন্তা ও জানিতে পারে। অন্যমন সমূহ যে বিশ্বমন হইতে উত্থিত হইয়াছে সেই বিশ্বমনে আপন মন প্রবিষ্ট করায়। তখন যোগশাস্ত্র মতে তাহার দূরশ্রবণ প্রভৃতি বিভূতি লাভ হয়। অর্থাৎ মনের এই সব গুণ জন্মে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দের ভাষায় সাধক তখন Overmind লাভ করিয়াছে। এই বিশ্বমনের পর অতিমন। ইহা সাধনার একটি অবস্থা বিশেষ।

বৈষ্ণবতন্ত্রে ইহাকেই সম্ভবতঃ মহাভাব বলা হইয়াছে। ভাব, মহাভাব, প্রেম। ভাবটা বিশেষ বস্তু। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও চৈতন্যের ভাবে আছেন। কখনও হনুমান ভাবে ইত্যাদি। কিন্তু মহাভাব যখন আসিত তখন তিনি সেই বৃহৎএ মিলিয়া যাইতেন। আত্মারাম অবস্থা। এ অবস্থার বাহ্যিক বিকারে নাকি শরীরে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে সনাতনের মহাভাব হইলে মাথার উপরের গাছের পাতা পুড়িয়া যাইত। তিনি নিজে বলিতেন এ অবস্থায় মনে হয় যেন শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে লাঙ্গল চালিয়ে দেয়। মহাভাব জীবকোটির হয় না। ঈশ্বর কোটির হয়। এ ভাবটা আসে। ঠাকুর বলিতেন, এ ভাবটা যেন হাতী। বড় পুকুর কি নদীতে হাতি নাবলে বিরাট তোলপাড় আরম্ভ হয়। মহাপুরুষেরা মহাভাব ধারণ করিতে পারেন। ক্ষুদ্র জীব পারে না।

শ্রীঅরবিন্দও Supermind এর অবতরণ বলিয়াছেন। ইহা সচ্চিদানন্দের জিনিষ, সচ্চিদানন্দ। তিনি নামিয়া আসেন সাধকের মনে। মনের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া যাওয়া—the rending of the veil ইহার অন্যতম ফল। যোগশাস্ত্রের "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যতে সর্ব্বসংশয়ঃ" হইতে অরবিন্দের মতের পার্থক্য কোথায়? এই হৃদয় গ্রন্থিই শ্রীরামকৃষ্ণের "ছোট আমি"। এইটি ধ্বংশ হওয়া মানেই "বড় আমির" প্রতিষ্ঠা। মনকে অতিক্রম করিয়া অতিমনের প্রতিষ্ঠা।

অতিমনের এই অবতরণ কৃপায় সংঘটিত হয়। সে আমাদের দুয়ারে আসে আবার ফিরিয়া যায়। তাহার অনন্ত করুণা। আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ইচ্ছা লইয়া তাহাকে খুঁজি তাহাপেক্ষা বেশী সদিচ্ছা লইয়া সে আমাদের খোঁজে। সে আমাদের ভিতরেই নামিয়া আসিতে চায়। কিন্তু আমরা তাহার অবতরণের জন্য মনকে সাজাইয়া রাখি না। তাহার ডাক শুনিতে পাইনা। রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্ব প্রবন্ধে যেমন বলিয়াছেন বেদান্তের সেই ভাষায় ''উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরাণ-নিবোধত, এই বাণী বার বার আমাদের দ্বারে ধ্বনিত হইয়াছে। আমরা কেহ শুনিয়াছি, কেহ শুনি নাই।'' বেশীর ভাগই না শোনার দলে। তিনি ডাক দিয়া এমন কি সুপ্ত আমাদের পাশে আসিয়াও বসেন। কিন্তু অজ্ঞান নিদ্রাভিভূত আমরা তাহা টেরও পাইনা। ''কী ঘুম তোরে পেয়েছিল, হতভাগিনী, সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগিনি।' তাই জেগে থাকার এই আহ্বান যীশুর কণ্ঠে শুনিয়াছি—Watch & Pray—জেগে থাক, প্রার্থনা কর। এই জেগে থাকাই সাধনা। তাহার উপায়ই যোগ। আর যীশুর প্রার্থনা ছিল Thy kingdom come. এই kingdom নিশ্চয়ই Supermind ছাড়া অন্য কিছু নয়।

কিন্তু অরবিন্দ ছিলেন ক্ষত্রিয় ঋষি। জগৎকে ত্রাণ করার ইচ্ছা তাহার কখনও দূর হয় নাই। তিনি বিশ্বামিত্রের মত নূতন জগৎ সৃষ্টি করার ও স্বপ্ন দেখিয়াছেন। A race of gnostic beings—জ্ঞানী অতিমানুষের জাত। অতিমন নাবিয়া আসিবে বিশ্বের জন্য, সমগ্র মানবতার জন্য। সকলে তাহার জন্য প্রস্তুত হইবে না—তাই অনেককে প্রস্তুত করা চাই। যোগাশ্রম ও যোগী দলগঠনের সেই উদ্দেশ্যই ছিল অরবিন্দের মনে। কে জানে বিশ্বামিত্রের পরিণতিই তিনি লাভ করিলেন কিনা? কারণ তিনি চাহিয়াছিলেন সকল মানুষকে ব্রাহ্মণ করিতে, মরণ জয় করিয়া এই দেহে অমরতা আনিতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যু তাহাকেই গ্রাস করিয়া তাঁহার এই জগৎকল্যাণের উদ্দেশ্যকে বিফল করিয়া দিল।

কেন এমন হইল? মৃত্যু কি অরবিন্দের দর্শন মিথ্যা প্রমাণ করিল! এরকম একটা সন্দেহ প্রথম প্রথম সকলেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কারণ তাঁহার মৃত্যুর জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলনা। সকলেই ধরিয়া লইয়াছিল সেই অমর দেহধারী মৃত্যুহীন অতিমানবের তিনিই প্রথম। সুতরাং তিনি যদি মরিলেন, অমর হইবে কে?

পণ্ডিচেরীর ভক্তেরা এ প্রশ্নের কি জবাব দিবেন জানি না। তবে আমার মনে পড়িতেছে রামকৃষ্ণদেবের কথা, "শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা করতে নাই।" আর যোগীর ইচ্ছামৃত্যু লাভ তো এদেশে নূতন নয়। তবে চিরকাল এই দেহে বাঁচিয়া থাকিতে কেহ কোন দিনই আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। আর জগতের মুক্তি, মানবতার উন্নয়ন এই সব তো মহাপ্রাণের চির আকাঙ্ক্ষার বস্তু। মহাযান মুক্তি। ক্ষুদ্র যারা তারা কোন রকমে যোশো করে নিজেদের মুক্তির ব্যবস্থা করে নিয়েই খালাস। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলিতেন, "ঋষিরা ভয় তরাসে। তাঁদের ভাবখানা আমি যোশো করে কোনরকমে যাচ্ছি আবার কে যায়।" বিবেকানন্দ, বুদ্ধ, চৈতন্য কিন্তু চাহিতেন জগতের মুক্তি। স্বামীজী এক একবার বলিতেন ভারতের একটি কুকুরও যতদিন মুক্তি পাইতে বাকী থাকে ততদিন আমার মুক্তি নাই। এইজন্য কি তাহার মুক্তি আটকাইয়া থাকিবে? তিনি কি সত্যভঙ্গ দোষে দোষী হইবেন? সত্যের মাপকাটি এখানে একটু আলাদা। J. M. Synge এর সেই মহিলাটির মত যিনি দুর্ভিক্ষের হাত হইতে দুর্গতদের রক্ষা করিবার নিমিত্তও খাদ্যমূল্যে আপন আত্মা শয়তানকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা তিনি এভাবে মিটাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু শয়তানের ক্ষুধা মিটিলনা। যিনি মুক্তিপণ দিয়া জীবের মুক্তি অর্জ্জন করিলেন তাহার মুক্তি ভগবান না দিয়া পারিলেন না। স্বামীজীর সত্যভঙ্গাপরাধ হয় নাই। অরবিন্দপ মিথ্যাভাষণ দোষে দোষী নহেন। আর এই সব মহাপুরুষদের স্বপ্ন যে দূর ভবিষ্যতে এক রকমভাবে সফলতা লাভ করিবে তাহাও ধ্রুবসত্য। স্বল্পম্ অপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। আর শুভকার্য্যের বিনাশ নাই। মহাপুরুষদের জীবন ব্যর্থ হয় না। সমাজ চেতনায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের ভাবধারা অলক্ষ্যে ইহাকে উন্নীত করে। ইহাই মানব সভ্যতার মূল সূত্র।

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi